CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-224 ■ 25 May, 2025 ■ আগরতলা ২৫ মে, ২০২৫ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নীতি আয়োগের দশম গভর্নিং কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

বিকশিত রাজ্যই বিকশিত ভারতের পথপ্রদর্শক ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ।। আজ নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপম-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে নীতি আয়োগের দশম গভার্নিং কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ২৪টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর অংশগ্রহণ করেন। এবারের সভার থিম ছিল বিকশিত রাজ্য, ভিকসিত ভারত ২০৪৭'। সভা শুরু হয় পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি এক মিনিট নীরবতা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত গড়ে তোলা কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন। তিনি মন্তব্য করেন, সমস্ত রাজ্য একযোগে এই লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে এলে ২০৪৭-এর আগেই আমরা বিকশিত ভারত হয়ে উঠতে পারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নীতি আয়োগের দশম গভার্নিং কাউন্সিল সভায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্য করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ভারত আজ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ অর্থনীতির মধ্যে স্থান অর্জন করেছে এবং ইতিমধ্যেই ২৫ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ম্যানুফ্যাকচারিং মিশনের কথা ঘোষণা করেন এবং রাজ্যগুলোকে তাদের নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিগুলো ভারতের জন্য বিশাল বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যেগুলো রাজ্যগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতাযেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর ও ৩ঙ্গ প্রিন্টিংগড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দেন। পাশাপাশি, ৬০,০০০ কোটির স্কিলিং প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে সাইবার নিরাপত্তা, সবুজ জ্বালানি এবং হাইড্রোজেন শক্তির দিকে নজর দেওয়ার কথা বলেন। ও২০ সামিটে ভারতের ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি প্রতিটি রাজ্যকে অন্তত একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীতি আয়োগের দশম কাউন্সিল বৈঠক

উন্নত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে সরকার এক কৌশলগত রোডম্যাপ তৈরী করেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার একটি কৌশলগত রোডম্যাপ তৈরী করেছে। গত ১ বছর ধরে নীতিআয়োগ, উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা, শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, প্রতিথযশা নাগরিক ও আধিকারিকদের সঙ্গে নিবিড় আলোচনার পর এই রোডম্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। আজ নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে নীতিআয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের ১০ম বৈঠকে অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ৯টি বিশেষ ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে আগামী দুই দশকে প্রতি বছর ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে শক্তিশালী কৃষিক্ষেত্র, উচ্চ স্বাক্ষরতার হার, সমৃদ্ধ পর্যটন ক্ষেত্র, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, বনভিত্তিক অর্থনীতি, উন্নত পরিকাঠামো, কৌশলগত অবস্থান, প্রসারিত কর ভিত্তি এবং বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্য। তিনি বলেন, এই সহায়ক উপাদানগুলিকে সহায়তা করছে শাসন ব্যবস্থার পাঁচটি স্তম্ভ। এগুলি হচ্ছে নীতিগত সংস্কার, প্রতিষ্ঠান গঠন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসা সংস্কার এবং নিয়ম মানার বোঝা হ্রাস ও ডিজিট্যাল শাসন ব্যবস্থা। ত্রিপুরায় রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে গ্রামপঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ই-অফিস চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মেইতেই গোষ্ঠীর

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক

ইম্ফল, ২৪ মে।। মণিপুরে একটি সরকারি বাস থেকে রাজ্যের নাম সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভর্নর অজয় কুমার ভল্লার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যজুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে প্রধান মেইতেই সংগঠন 'কোকোমি'। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে এই নাগরিক আন্দোলন। শনিবার এক বিবৃতিতে কোকোমি জানায়, গভর্নরের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার যে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। এরফলে স্পষ্ট হয়েছে, 'প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বাস্তব যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে এবং জনসাধারণের আবেগকে তারা অবজ্ঞা করছে।'

সংগঠন জানিয়েছে, "গভর্নরকে এখন থেকে সকল জনসমক্ষে, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মঞ্চ থেকে বয়কট করা হবে। যতক্ষণ না তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা চান, কেউ তার অংশগ্রহণে কোনো অনুষ্ঠান করবে না বা তাকে আমন্ত্রণ জানাবে না।"

কোকোমি ঘোষণা করেছে যে তারা রাজ্যজুড়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, মিছিল, মশাল মিছিল এবং অবস্থান ধর্মঘট সংগঠিত করবে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলির সঙ্গে কোনও ধরনের সহযোগিতা না করার জন্য রাজ্যের জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি রয়েছে। সংগঠনটি আরও একবার নিরাপত্তা উপদেষ্টা, রাজ্যের পুলিশ প্রধান এবং মুখ্যসচিবের পদত্যাগ দাবি করেছে। তাদের অভিযোগ, এই অপমানজনক ঘটনার পেছনে তাদের ভূমিকা রয়েছে এবং তারা দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছেন। সরকারের গঠিত তদন্ত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে কোকোমি দাবি করেছে, এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত শুধুমাত্র একজন অবসরপ্রাপ্ত সেশন বা হাইকোর্টের বিচারকের নেতৃত্বেই সম্ভব।

সংগঠন জানায়, "এই আন্দোলন শান্তির বিরুদ্ধে নয়। এটি এমন এক প্রশাসনের বিরুদ্ধে, যারা নিজেদের শাসন ক্ষমতা মাদক সন্ত্রাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে এবং মণিপুরবাসীর পরিচয়কে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। মণিপুর শুধুমাত্র একটি নাম নয়, এটি আমাদের আত্মা, আমাদের পরিচয়, আমাদের গর্ব। আমরা এর সম্মান রক্ষা করব, যতক্ষণ না ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়।" গত মঙ্গলবার উখরুল জেলায় 'শিরুই লিলি' উৎসব কভার করতে যাওয়া সাংবাদিকদের বহনকারী একটি রাজ্য পরিচালিত বাসে নিরাপত্তা বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। অভিযোগ, তারা বাসের সামনের কাঁচে লেখা 'মণিপুর' শব্দটি সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে বাধ্য করে সরকারি তথ্য ও জনসংযোগ অধিদফতরের কর্মীদের।

এই ঘটনার প্রতিবাদে কোকোমি বুধবার সন্ধ্যায় ৪৮ ঘণ্টার বনধের ডাক দেয় এবং গভর্নরের ক্ষমা, নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও দুই শীর্ষ আধিকারিকের পদত্যাগ দাবি করে।

বিপ্লবের দাবি মেনে রাজ্য পাচ্ছে আর একটি নতুন ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রচেষ্টায় আগরতলা ও গৌহাটির মধ্যে আরও একটি নতুন ট্রেন পরিষেবার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে সাক্ষাৎ করে রাজ্যের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন যুক্ত করা সহ পরিষেবার আরও অত্যাধুনীকিকরণের দাবি জানিয়েছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। দাবি গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, জনসাধারণের সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে গৌহাটি-আগরতলার মধ্যে শীঘ্রই একটি নতুন ট্রেন যুক্ত করা। দাবি জানানোর এক মাসের মধ্যেই মিললো অনুমোদন।

আজ এক চিঠির মাধ্যমে বিপ্লব কুমার দেবকে নতুন রেল পরিষেবার অনুমোদনের বিষয়ে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ন দ্রুত পদক্ষেপের জন্য পত্র মারফত কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান শ্রী দেব। সাক্ষাতে সেদিনই (২২ এপ্রিল) বিপ্লব কুমার দেবকে আশ্বস্থ করেছিলেন রেল মন্ত্রী। বলা চলে, বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে রাজ্যের রেল পরিষেবায় যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু এক্সপ্রেস ট্রেন সহ অন্যান্য ট্রেন পরিষেবা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে গৌহাটির সাথে যোগাযোগ সহজতর হলে, বাড়বে যাত্রী সাচ্ছন্দ। রাজ্যের রেল যোগাযোগ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন, আগরতলার সাথে নতুন রেল সূচনা করা, পরিষেবার অত্যাধুনিকীকরণ, ডবল লেন এবং রেল লাইন বাড়ানো সহ যে বিষয় গুলিতে আলোচনা হয়েছিল, সেগুলিও রেল মন্ত্রকের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।

চাকরি ও বেকারদের পরিসংখ্যান নিয়ে

শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। চাকরি ও বেকারদের পরিসংখ্যান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা জনসম্মুখে ভুল মন্তব্য করেছেন। এমনটাই অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। তাই অতিসত্বর চাকরি ও বেকারদের পরিসংখ্যান নিয়ে শ্বেত পত্র প্রকাশের দাবি যুব কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনেপ্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীল কমল সাহা অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার বিভিন্ন সরকারি বিভাগে অসংখ্য পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধান কোনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করছে না। তাতে ত্রিপুরায় বেকারত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দু:খের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা চাকরি বরাদ্দের বিষয়ে ''অসঙ্গত পরিসংখ্যান'' প্রদান করে চলেছেন। তিনি আরও বলেন যে, বেকারত্ব মাদকাসক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রাখলেও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যা সরকারের নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে। তাঁর কথায়, ২০২৪-২৫ সালের বিধানসভা অধিবেশনের তথ্য অনুযায়ী যেখানে দেখা যায় যে ৩১,০০০ এরও বেশি পদ শূন্য রয়েগেছে। তাহলে জনসম্মুখে কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার দাবির অসঙ্গতির সমালোচনা করেছে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাই চাকরি ও বেকারদের পরিসংখ্যান নিয়ে শ্বেত পত্র প্রকাশের দাবি যুব কংগ্রেস।

শিশুকন্যা ধর্ষণকান্ডে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। অবশেষে সাত বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণকান্ডে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ পাল (৩২)কে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ পাল পলাতক ছিল।

এবিষয়ে শিশুকন্যার বাবা জানান, এই ঘটনার পর তার মেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের বাড়ি মধ্য ডুকলী এলাকায়। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লাড়ছে। এখন দেখার বিষয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা হাতে নিয়ে পুলিশ সঠিক বিচার দিতে পারে কিনা শিশু কন্যার পরিবারকে।

২টি ছিনতাই কাণ্ডে আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। চড়িলাম মনু ফকির দরগা এলাকায় ছিনতাই ও গোকুলনগর রাস্তারমাথায় এলাকায় চুরির কাণ্ডে মধুপুর নোয়াওবাড়ি থেকে বন্দুক সহ বিশালগড় থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে চার যুবক। গতকাল গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে বিশালগড় থানা পুলিশ বন্দুক সহ চারজনকে যুবকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ। আরও জানা গিয়েছে, ওই দুটি ঘটনায় সর্বমোট ছয় জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারো উত্তর জেলায় দুঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। আবারো উত্তর জেলায় দুঃসাহসিক ডাকাতি।গতকাল গভীর রাতে ফের ডাকাত দল কদমতলা থানা এলাকার পশ্চিম ইচাইলালছড়া পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশুতোষ নাথের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে সর্বস্ব নিয়ে যায়। যদিও এই মর্মে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, উত্তর জেলার কদমতলা এবং চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় ক্রমবর্ধমান ডাকাতির ঘটনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত সকালে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। *১৮ বছরের যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় বামুটিয়া খলাবাড়ি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।*

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত খলাবাড়ি এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় সাত সকালে। আজ সকালে স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন।পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। ওসি অ্যাস্থনি জমাতিয়া সহ পুলিশ বাহিনী শুরু করেন তদন্ত।ঘটনাস্থলে গিয়েছে স্থানীয় সমাজসেবক বিজেপি ৩ নং বামুটিয়া মণ্ডলের সভাপতি শিবেন্দ্র দাস,স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বারিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঈর্ষণীয় ফলে উজ্জ্বল লাবণ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ মে।। ভালো ফলাফল করতে গেলেই বনেদি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে হয় বা রাজধানী কেন্দ্রিক পড়াশোনাকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়, এই বার্তাটা একশ শতাংশ যে সঠিক না, তা হাতে-কলমে এবার প্রমাণ করলো কল্যাণপুরের দ্বারিকা পুর উচ্চ বিদ্যালয়। পাড়াগাঁয়ের এই বিদ্যালয়টি এবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় রীতিমতো ঈর্ষণীয় ফলাফল করেছে। বিদ্যালয়ের ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জনই পাশ করেছে, এর মধ্যে নব্বই শতাংশ কিংবা ৯০ শতাংশের উপর পেয়েছে দুইজন, ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ নাম্বার পেয়েছে তিনজন, ৫০ থেকে ৫৯ শতাংশ নাম্বার পেয়েছে তিনজন, ৩৪ থেকে ৪৯ শতাংশ নাম্বার পেয়েছে ১০ জন।

এরমধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রী লাবণ্য দাশ ৯৩.৮ নাম্বার পেয়ে (৪৬৯) বিদ্যালয় সহ এলাকার মুখ উজ্জ্বল করেছে, এর পাশাপাশি একই রকম ভাবে নব্বই শতাংশ (৪৫০) নাম্বার পেয়ে গোটা এলাকাতে সাড়া তৈরি করেছে অর্পিতা চৌধুরী। দ্বারিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী লাবণ্য ও অর্পিতার ফলাফল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চল্লিশ বছরেও দুর্ভোগ ঘুচেনি কুমারঘাটবাসীর, বানভাসী জনজীবন

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

কুমারঘাট, ২৪ মে।। বামফ্রন্ট আমলে গঠিত কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি পরবর্তীতে উন্নীত হয়ে পৌর পরিষদে রূপান্তরিত হলেও, দীর্ঘ চার দশক পেরিয়ে গেলেও মেলেনি নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য। শহরের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার চরম বেহাল দশা নিয়ে চরম দুর্ভোগে পৌরবাসী। বর্ষার প্রারম্ভেই একদিনের বৃষ্টিতে কুমারঘাট শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর জলে ডুবে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম পৌর চেয়ারম্যান ছিলেন প্রয়াত বিধায়ক বিধু ভূষণ মালাকার। তারপর একে একে দায়িত্ব সামলেছেন জ্যোতিময় মালাকার, জোসনা মালাকার, নিতাই দে, বিধু ভূষণ পাল, অনামিকা মালাকার। বর্তমানে রামদলের বিশ্বজিৎ দাস কুমারঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনিই বামের পরে প্রথম রামদলের প্রতিনিধি হিসেবে পৌর প্রধানের আসনে বসেছেন। তবে পৌরপরিষদের ধারাবাহিক রূপান্তরের পরও কুমারঘাটবাসীর অভিযোগমূল সমস্যাগুলোর কোনো সুরাহা হয়নি। একদিকে রাজ্যে ও কেন্দ্রে "ত্রিপল ইঞ্জিন সরকার" থাকলেও কুমারঘাটে উন্নয়ন যেন থমকে আছে। বর্ষার শুরুতেই শহরের চিত্র একেবারে করুণ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পৌরসভার অধিকাংশ ওয়ার্ডে ড্রেনেজ ব্যবস্থা অকার্যকর। কিছু কিছু এলাকায় ড্রেন নির্মাণ হলেও তা অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি হয়েছে, যার ফলে জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। বহু জায়গায় ড্রেন ভরে গিয়ে জল রাস্তায় উপচে পড়ছে। বাড়িঘরে ঢুকে যাচ্ছে বৃষ্টির জল। এছাড়া ঠিকাদারি কাজেও চলছে কমিশন ভিত্তিক লেনদেন, যার ফলে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সম্প্রতি একটানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে শহরের একাধিক ওয়ার্ডে জল জমে যায়। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পৌরসভার অফিসে ঢোকার রাস্তাও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, ফলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৫ মে,২০২৫ইং
১০ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নজরুল আজও প্রাসঙ্গিক

আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী। কাজী নজরুল ইসলাম জয়ন্তী শুধু একজন সাহিত্যিক নয়, বরং তিনি যে মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন- অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং দরিদ্রদের উন্নয়ণেরও একটি পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার বিপ্লবী চেতনা এবং তাঁহার শিল্পের সর্বজনীন আবেদন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করিয়া চলিয়াছে।বিদ্রোহী কবি" হিসাবে পরিচিত নজরুল ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তাঁহার কাজগুলি তাঁহার উগ্র চেতনা, গভীর মানবতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অটল অঙ্গীকারের প্রমাণ। কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে বাংলার বর্ধমান জেলার একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নজরুল একজন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিপ্লবী হইয়া ওঠেন যাহার প্রভাব সীমানা অতিক্রম করে। তাঁহার জীবন ও কাজ অগণিত মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। নজরুলের প্রথম জীবন ছিল কষ্টের। অল্প বয়সে তাহার বাবাকে হারানোর পর, তিনি তাহার পরিবারকে সমর্থন করিবার জন্য — একটি মসজিদে একজন মুয়াজ্জিন, একজন বাবুর্চি এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বিভিন্ন পদে কাজ করিয়াছিলেন। এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, নজরুল শিক্ষা এবং আত্ম-উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এই গঠনমূলক বছরগুলিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, যাহা বাঙালি সংস্কৃতিতে তাঁহার ভবিষ্যতের অবদানের জন্য মঞ্চ তৈরি করিয়াছিল।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি করিবার সময় নজরুলের সাহিত্যিক জীবন আন্তরিকভাবে শুরু

হইয়াছিল। একজন সৈনিক হিসাবে তাঁহার অভিজ্ঞতা তাঁহার বিশ্বদর্শন এবং তাঁহার লেখাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। যুদ্ধ থেকে ফিরিয়া নজরুল সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে নিজেকে নিমজ্জিত করেন। তাঁহার কবিতা, প্রবন্ধ এবং গানগুলি শীঘ্রই তাহাদের বিপ্লবী উদ্যোগ এবং গীতিময় সৌন্দর্যের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে শুরু করে।নজরুলের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের প্রতি তাঁহার অটল অঙ্গীকার। তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের একজন কণ্ঠ সমালোচক এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। তাহার কবিতা "বিদ্রোহী" (বিদ্রোহী) তাহার সবচাইতে আইকনিক রচনাগুলির মধ্যে একটি, যাহা নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অদম্য চেতনাকে ধারণ করে। এই কবিতায় নজরুল লিখিয়াছেন:

"আমি চির বিদ্রোহী,
আমি মাথা তুলেছি এই পৃথিবীর ওপারে, উচ্চ, সর্বদা খাড়া এবং একা!"

এই পংক্তিগুলো নজরুলের নির্ভীক চেতনা এবং অন্যায়কে সব ধরনের চ্যালেঞ্জ করিবার জন্য তাহার সংকল্পের প্রতীক। তাঁর লেখা ঔপনিবেশিক পরাধীনতার অবসানের আহ্বান জানাইয়াছিল এবং অগণিত ব্যক্তিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।নজরুলের বিপ্লবী চেতনা শুধু রাজনৈতিক নিপীড়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য একজন উতাহী উকিল ছিলেন এবং প্রান্তিক ও নিপীড়িতদের অধিকারের পক্ষে ছিলেন। তাহার কাজগুলি জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়গুলিকে সম্বোধন করিয়াছিল। নজরুলের কবিতা ও গান প্রায়শই ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের বাধা অতিক্রম করিয়া ঐক্য ও সম্প্রীতি উদযাপন করে। তিনি মানবতার মৌলিক একত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং এমন একটি সমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন যেখানে ন্যায়বিচার ও সমতা বিরাজ করে।

তাহার বিপ্লবী লেখার পাশাপাশি, নজরুল একজন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তিনি হাজার হাজার গান রচনা করিয়াছেন, যাহা "নজরুল গীতি" নামে পরিচিত, যাহা সঙ্গীতপ্রেমীদের দ্বারা লালিত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার রচনাগুলি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত থেকে রোমান্টিক ব্যালাড, ভক্তিমূলক স্তোত্র থেকে লোক সুর পর্যন্ত বিস্তৃত ধারায় বিস্তৃত। নজরুলের সঙ্গীত বাঙালি সংস্কৃতির ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে এবং তাহার সুর চিরন্তন।বাঙালি সংস্কৃতিতে নজরুলের গভীর প্রভাব স্পষ্ট হয় যেভাবে তাঁহার রচনাগুলি সমস্ত প্রজন্মের লোকেরা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা এবং গানগুলি স্কুলে পড়ানো হয়, সমাবেশে আবৃত্তি করা হয় এবং সারা বাংলা এবং তাহার বাইরে মঞ্চে পরিবেশিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকার শুধু বাংলাদেশ ও ভারতেই নয়, বিশ্বব্যাপী বাঙালি সম্প্রদায়ের দ্বারাও পালিত হয়। নজরুলের প্রেম, ন্যায় ও সম্প্রীতির বার্তা সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সীমানা পেরিয়ে মানুষের কাছে অনুরণিত হয়।আজ আমরা যখন নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করিতেছি, তখন নজরুল যে মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং আমাদের সমসাময়িক বিশ্বে সেগুলি কীভাবে প্রাসঙ্গিক তাহা প্রতিফলিত করা গুরুত্বপূর্ণ। বিভেদ ও বিভেদ দ্বারা চিহ্নিত এক যুগে নজরুলের ঐক্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বার্তা আগের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। সাম্যের জন্য তাঁহার আহ্বান এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁহার লড়াই আমাদের আরও ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য সংগ্রাম করিতে অনুপ্রাণিত করে।

নজরুলের জীবনও আমাদের স্থিতিস্থাপকতা ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব শেখায়। অসংখ্য ব্যক্তিগত ও পেশাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাহার আদর্শ এবং তাহার শিল্পের প্রতি তাহার অঙ্গীকারে অবিচল ছিলেন। তাঁহার নৈপুণ্যের প্রতি তাঁহার অটল উতর্গ এবং তাঁহার অদম্য আত্মা আমাদের সকলের জন্য আশার আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে।

নজরুলকে সম্মান জানাইতে গিয়া আমাদের অবশ্যই সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিল্প ও সাহিত্যের শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। নজরুল অনুপ্রাণিত করিবার, চিন্তাকে উস্কে দেওয়ার এবং কর্মকে চালিত করিবার জন্য শিল্পের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার কাজগুলি আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে সাহিত্য এবং সঙ্গীত শুধুমাত্র বিনোদনের রূপ নয়, বরং সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে সমর্থন করিবার শক্তিশালী হাতিয়ার।

কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁহার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই, আসুন আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়া যাওয়ার অঙ্গীকার করি। আসুন আমরা তাহার লালিত মূল্যবোধ --- ন্যায়বিচার, সাম্য এবং সম্প্রীতিকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। আসুন আমরা আমাদের কণ্ঠস্বর এবং আমাদের প্রতিভা ব্যবহার করি নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জ করিতে এবং এমন একটি সমাজ গড়িতে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আচরণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম মানব চেতনার স্থায়ী শক্তির প্রমাণ। তাহার উত্তরাধিকার একটি উন্নত বিশ্বের জন্য আমাদের অনুসন্ধানে আমাদের অনুপ্রাণিত এবং গাইড করিয়া চলিয়াছে। আমরা যখন নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করি, আসুন আমরা তাঁহার অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং একটি ন্যায় ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের তাঁহার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়া যাওয়ার সংকল্প করি।

কোন দুই দেশে দুনিয়ার সেরা ১০ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ প্রতিবেদন।। শিক্ষাদীক্ষায় নিজেকে সফল দেখতে চান, এমন কার না স্বপ্ন থাকে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার। কিন্তু সেই স্বপ্ন সব সময় বাস্তবে সবার কাছে ধরা দেয় না। কিন্তু সেই সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কোন দেশের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সেটাও তাদের জানা জরুরি। যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে থাকে। তারা ২০২৫ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় থাকা শীর্ষ ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। ১ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়- ২০২৪-২৫ মেয়াদে টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঠিক দিন-তারিখ কারও জানা নেই। তবে ১০৯৬ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রমাণ পেয়েছেন ঐতিহাসিকেরা। সেরা বিশ্ববিদ্যালয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিভাগে মান নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সামগ্রিক সূচক, গবেষণার পরিবেশ, গবেষণার মান, শিল্প খাতে অবদান (ইন্ডাস্ট্রি) ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা। জরিপে সামগ্রিক সূচকে অক্সফোর্ড পেয়েছে ৯৮ দশমিক ৫ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৬ দশমিক ৮। বিশ্ববিদ্যায়টিতে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা হয়। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ১০০/১০০ নম্বর পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৮ দশমিক ৮ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে প্রাপ্ত নম্বর ৯৯ দশমিক ৬ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৯৭ দশমিক ৩।বহু বিখ্যাত ব্যক্তির শিক্ষাজীবন কেটেছে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যালামনাইদের 'অক্সোনিয়ান' বলা হয়। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৪ জন ইংরেজ রাজা, ৮ জন বিদেশি রাজা, ৪৭ জন নোবেল পুরস্কারজয়ী, ২৫ জন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ২৮ জন বিদেশি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী, ৭ জন 'সেইন্ট' বা ধর্মযাজক, ১৮ জন 'কার্ডিনাল' এবং ১ জন পোপ পড়েছেন অক্সফোর্ডে। অস্কার ওয়াইল্ড, স্টিফেন হকিং, মার্গারেট থ্যাচার, রুপার্ট মারডকরা উঠে এসেছেন এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিল ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবোটও অক্সফোর্ডের সাবেক শিক্ষার্থী ছিলেন। ২ .ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) ভৌত বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য এমআইটির বেশ সুনাম রয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণায় অসামান্য অবদান রাখায় ২০২৪-২৫ মেয়াদে টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে দ্বিতীয় সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের এ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৮ সালে বানানো হয় পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন কম্পিউটার 'হুইয়ার্লউইন্ড ১'। এমআইটির জাদুঘরে এখনো তা সংরক্ষিত আছে। জরিপে সামগ্রিক সূচকে এমআইটি পেয়েছে ৯৮ দশমিক ১ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৯ দশমিক ২। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৬ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৯ দশমিক ৭ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ১০০/১০০ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৯৩ দশমিক ৮। এমআইটিতে বর্তমানে ১১ হাজার ৮৩৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৪২ শতাংশ নারী ও ৫৮ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৩ শতাংশই বিদেশি। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গোটা পৃথিবীতে ২৫ হাজার ৮০০ প্রতিষ্ঠান চলছে। নভোচারী বাজ অলড্রিন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান, খান একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাবিদ সালমান খানের মতো মানুষেরা পড়েছেন এমআইটিতে।

৩ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় - ১৬৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হার্ভার্ড যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। এটিকে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার দেশটির উচ্চশিক্ষার ওপর যে পরিকল্পিতভাবে খড়্গহস্ত হয়েছে, তার কারণ দেশজুড়ে ক্যাম্পাসগুলোয় ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ। তবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সেই তোপ দাগাতে গিয়ে বেশ প্রতিবন্ধকতারও সম্মুখীন হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ফলে ফেডারেল সরকারের সঙ্গে চাপান-উতোর লেগে গেছে হার্ভার্ডের।জরিপে সামগ্রিক সূচকে হার্ভার্ড পেয়েছে ৯৭ দশমিক ৭ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৭ দশমিক ৩। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৯ দশমিক ৯ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৯ দশমিক ৩ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ৮৫ দশমিক ৭ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৯০ দশমিক ১। হার্ভার্ডে বর্তমানে ২২ হাজার ৫৮৪ শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৫২ শতাংশ নারী ও ৪৮ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৫ শতাংশই বিদেশি।যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, জন এফ কেনেডি, মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের মতো মানুষ হার্ভার্ডের সাবেক শিক্ষার্থী ছিলেন।

৪, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি - ২০২৪-২৫ মেয়াদে টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে বিশ্বের চতুর্থ শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন। ১৭৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। টাইমসের জরিপে সামগ্রিক সূচকে প্রিন্সটন পেয়েছে ৯৭ দশমিক ৫ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৮ দশমিক ৩।গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৮ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৮ দশমিক ৯ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ৯৬ দশমিক ৯ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৮৭ দশমিক ৪। প্রিন্সটনে বর্তমানে ৮ হাজার ৩৭৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৪৭ শতাংশ নারী ও ৫৩ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৩ শতাংশ বিদেশি। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট উইড্রো উইলসন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি ও প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্ত্রীর মিশেল ওবামা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী। বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ ধনী ও মার্কিন ধনকুবের জেফ বেজোস প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন। তিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ই-কমার্স সাইট অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা। ৫ ,কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ। ইংরেজিভাষী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। ১২০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কেমব্রিজে পড়েছেন ৯০ জন নোবেলজয়ী।টাইমস হায়ারের জরিপে সামগ্রিক সূচকে কেমব্রিজ পেয়েছে ৯৭ দশমিক ৪ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৫ দশমিক ৯। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৯ দশমিক ৯ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৭ দশমিক ৬ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ৮৮ দশমিক ৪ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৯৭ দশমিক ১। কেমব্রিজে বর্তমানে ২০ হাজার ৯৮০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৪৯ শতাংশ নারী ও ৫১ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ বিদেশি।

এখানে লেখাপড়া করা বিখ্যাত মানুষের অভাব নেই। যেমন আইজ্যাক নিউটন, স্টিফেন হকিং, চার্লস ডারউইন, জগদীশ চন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস রামানুজন।

৬ স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় - টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে বিশ্বের ষষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গবেষণার জন্য বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'সিলিকন ভ্যালি'র সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত এ বিদ্যাপীঠ থেকে বেরিয়ে এসেছেন দারুণ সফল অনেক মানুষ।টাইমসের জরিপে সামগ্রিক সূচকে স্ট্যানফোর্ড পেয়েছে ৯৭ দশমিক ২ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৭ দশমিক ৫। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৭ দশমিক ৩ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৯ দশমিক ৬ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ১০০/১০০ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৮৫ দশমিক ১। স্ট্যানফোর্ডে বর্তমানে ১৬ হাজার ৯৬৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৪৭ শতাংশ নারী ও ৫৩ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৩ শতাংশ বিদেশি।গুগলের দুই প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ ও সের্গেই ব্রিন পড়েছেন এখানে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিও একসময় ছাত্র ছিলেন স্ট্যানফোর্ডের। এ ছাড়া গলফ তারকা টাইগার উডস, অভিনেত্রী রিজ উইদারস্পুন, চেলসি ক্লিনটনের মতো ব্যক্তিত্বরা পড়েছেন জেন ও লেল্যান্ড স্ট্যানফোর্ডের প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৭ ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডোনায় অবস্থিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন ৩৪ জন নোবেলজয়ী।

টাইমসের জরিপে সামগ্রিক সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়টি পেয়েছে ৯৬ দশমিক ৩ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৫ দশমিক ২।গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৭ দশমিক ৫ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৭ দশমিক ৩ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ১০০/১০০ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৮৯ দশমিক ৭। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ২ হাজার ৩৯৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৩৮ শতাংশ নারী ও ৬২ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩২ শতাংশ বিদেশি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নানা জাতীয় ক্ষেত্রে বড় রকমের অবদান রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির। এখানে নাসার বেশির ভাগ মহাশূন্যযানের ডিজাইন ও কার্যকারিতা দেখাশোনা করা হয়।

৮ ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে বিশ্বের অষ্টম বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সম্মানজনক বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাইমসের জরিপে সামগ্রিক সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়টি পেয়েছে ৯৪ দশমিক ৫ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৮৭ দশমিক ২।গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৮ দশমিক ৯ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৯ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ৯৯ দশমিক ৫ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৮৬ দশমিক ৪। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৪২ হাজার ৪২৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৫২ শতাংশ নারী ও ৪৮ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ বিদেশি। ৯ ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন- টাইমস হায়ার এডুকেশনের জরিপে বিশ্বের নবম হয়েছে ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন। কলেজটি ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাইমসের জরিপে সামগ্রিক সূচকে কলেজটি পেয়েছে ৯৪ দশমিক ৪ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৮৯ দশমিক ৩। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৪ দশমিক ৯ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৮ দশমিক ৫ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ৯০ দশমিক ৮ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৯৮ দশমিক ৩। কলেজটিতে বর্তমানে ২১ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ নারী ও ৪৭ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ শতাংশই বিদেশি। ১০ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়- ১৭০১ সালে যাত্রা শুরু করা যুক্তরাষ্ট্রের এ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়। টাইমসের জরিপে সামগ্রিক সূচকে কলেজটি পেয়েছে ৯৪ দশমিক ১ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৩ দশমিক ৭। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৫ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৭ দশমিক ৮ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ৮৬ দশমিক ৫ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৮২ দশমিক ৩। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১৪ হাজার ৪০১ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ নারী ও ৪৭ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২২ শতাংশ বিদেশি।১৭০১ সালে যাত্রা শুরু করা যুক্তরাষ্ট্রের এ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়।টাইমসের জরিপে সামগ্রিক সূচকে কলেজটি পেয়েছে ৯৪ দশমিক ১ পয়েন্ট। শিক্ষাদান সূচকে ১০০-এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর ৯৩ দশমিক ৭। গবেষণার পরিবেশ সূচকে ৯৫ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ ছাড়া গবেষণার মান সূচকে ৯৭ দশমিক ৮ পয়েন্ট। শিল্প খাতে অবদান সূচকে ৮৬ দশমিক ৫ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা ৮২ দশমিক ৩।বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১৪ হাজার ৪০১ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ নারী ও ৪৭ শতাংশ পুরুষ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২২ শতাংশ বিদেশি।কোন দুই দেশে দুনিয়ার সেরা ১০ বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সম্মিলিত আহ্বান

রাজু রায় (শিক্ষক)

প্রকৃতি আর মানব সভ্যতা একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু আধুনিক উন্নয়নের দৌড়ে প্রকৃতি আজ বিপন্ন। বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, অতিরিক্ত খনন ও শিল্পায়নের প্রভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য ভেঙে পড়ছে। জীব বৈচিত্র্য হল পৃথিবীর সকল জীবের সমষ্টিগত রূপযার মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক এবং অণুজীব। এটি তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়: প্রজাতি বৈচিত্র্য, জিনগত বৈচিত্র্য এবং বাসস্থান বা ইকোসিস্টেম বৈচিত্র্য। প্রজাতি বৈচিত্র্য বোঝায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা ও প্রকারভেদ; জিনগত বৈচিত্র্য বোঝায় একই প্রজাতির ভেতরে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য; আর ইকোসিস্টেম বৈচিত্র্য বোঝায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সেখানকার জীবসমূহের আন্তঃ সম্পর্ক। প্রকৃতি যেন এক বিশাল বই, যার প্রতিটি পৃষ্ঠা আমাদের শেখায় টিকে থাকার, অভিযোজনের ও সহাবস্থানের পাঠ। এই প্রেক্ষাপটে ২২ মে 'আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস' "International Day for Biological Diversity" পালিত হয় বিশ্বব্যাপী, জীবনের এই বৈচিত্র্য রক্ষায় মানবজাতির দায়িত্ব ও অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিতে।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবসের সূচনা হয় ১৯৯৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত Convention on Biological Diversity কার্যকর হওয়ার দিনে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে, দিবসটির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০০০ সাল থেকে দিনটি ২২ মে তে স্থায়ীভাবে পালিত হতে শুরু করে। কারণ এই দিনেই ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো শহরে অনুষ্ঠিত "Earth Summit" এ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। Convention on Biological Diversity হলো প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি যেখানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, তার টেকসই ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত সুবিধা সমবন্টনের কথা বলা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য শুধু পশু, পাখি, উদ্ভিদ কিংবা কীটপতঙ্গের সমষ্টিই নয়এটি একটি আন্তঃসংযুক্ত পরিবেশব্যবস্থার (ecosystem) প্রাণ। আমরা যা খাই, শ্বাস নিই, পরিধান করি, এমনকি আমাদের ওষুধও জীববৈচিত্র্যের দানে সমৃদ্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মানব সমাজের ৮০ শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার উৎস উদ্ভিদজাত পণ্য। কৃষিজ উৎপাদন, পরাগায়ন, মৃত্তিকা উর্বরতা, ও বৃষ্টিপাতের চক্র সবই জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় উদ্যোগ নিচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দিবস, যেমন "International Day for Biological Diversity", আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এই সংগ্রাম একটি বৈশ্বিক দায়িত্ব। শিক্ষিত সমাজ, পরিবেশবিদ, গবেষক এবং সচেতন নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা অপরিহার্য। বিদ্যালয়, কলেজ এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া দরকারপ্রকৃতি রক্ষা মানেই ভবিষ্যৎ রক্ষা।

ভারত পৃথিবীর ১৭টি Mega diverse Country-র একটি। মাত্র ২.৪ শতাংশ স্থলভাগে পৃথিবীর প্রায় ৮ শতাংশ জীবের আবাসস্থল ভারত। প্রায় ৫০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৯০,০০০ প্রজাতির প্রাণী এবং অসংখ্য অণুজীব ভারতের প্রাণসম্পদ। বনবাসী সমাজ, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি, এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে জীববৈচিত্র্য একটি অভিন্ন সত্তা। এখানে রয়েছে ৪টি হটস্পট (পশ্চিমঘাট, পূর্ব হিমালয়, ইন্দো-বর্মা, সুন্ডাল্যান্ড / নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ)। সুন্দরবন, পশ্চিমঘাট, কচ্ছের মরুভূমি, অরুণাচলের বন, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপমালা প্রভৃতি অঞ্চল জৈববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তবে এই বিপুল ঐশ্বর্য আজ ব্যাপক হুমকির মুখেশিল্পায়ন, নগরায়ন, অবৈধ শিকার, কৃষিতে রাসায়নিক ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্লাস্টিক দূষণ এর প্রধান কারণ।

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ রাজ্য। এখানে রয়েছে প্রায় ২,৫০০ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ৯০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩০০ প্রজাতির পাখি। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে সম্প্রতি অপরিকল্পিত নগরায়ন, বনভূমি হ্রাস, রাস্তা নির্মাণ ও প্লাস্টিক দূষণের ফলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। ত্রিপুরা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ও Sepahijala Wildlife Sanctuary জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

একজন শিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি, আমাদের দায়িত্ব শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতি আমাদের শ্রেণিকক্ষ, গাছ আমাদের পাঠ্যপুস্তক। বিদ্যালয়ে জীববৈচিত্র্য ক্লাব, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম, বার্ষিক গাছরোপণ দিবস, জীববৈচিত্র্য চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আগামী প্রজন্মের মধ্যে প্রকৃতিপ্রীতি সৃষ্টি করতে পারি। পাঠ্যক্রমে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও আদিবাসী জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা শিক্ষার্থীদের বাস্তবধর্মী ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

২০২৫ সালের মূল প্রতিপাদ্য: "Be Part of the Plan" --- এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা : ২০২৫ সালের এই দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য (Theme) - "Be Part of the Plan" অর্থাৎ "পরিকল্পনার অংশ হোন"। এই মূল প্রতিপাদ্যটি বিশ্বজুড়ে প্রতিটি নাগরিককে আহ্বান জানায় সক্রিয়ভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষার সমন্বিত পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে। এটি এক বৈশ্বিক আন্দোলনের আহ্বান যা আমাদের জীবনের গভীরতম শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত। এই মূল প্রতিপাদ্যটি বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বিজ্ঞানী, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী, কৃষক, আদিবাসী, উদ্যোক্তা ও সাধারণ নাগরিকদের একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়"আপনি জীববৈচিত্র্য রক্ষার পরিকল্পনার অংশ নিন"। শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয়, এটি একটি অন্তর্নিহিত দায়বদ্ধতা, একটি সামাজিক এবং নৈতিক আহ্বান। এটি বোঝায়জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লড়াইয়ে এখন আর কেবল সরকারের, পরিবেশবিদদের বা বৈজ্ঞানিক সমাজের দায় নেই; প্রত্যেকটি মানুষকেই সচেতন, সক্রিয় এবং দায়িত্বশীলভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে বাস্তুতন্ত্রের উপর যেভাবে চাপ বাড়ছে, তাতে হাজার হাজার প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে, পরিবেশ হচ্ছে ভারসাম্যহীন। বন উজাড়, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, ভূমি অবক্ষয়, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাণ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে। এই পরিস্থিতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি কেবল বিশেষজ্ঞদের আলোচনার পরিধিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং এটি হতে হবে একটি বিশ্বজনীন আন্দোলন। এই প্রতিপাদ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো'পরিকল্পনার অংশ হোন' মানে আপনি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত স্তরে জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হোন। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিবেশ-সচেতনতা তৈরি করে এই পরিকল্পনার অংশ হতে পারেন; একজন কৃষক দেশীয় প্রজাতির ফসল রক্ষা করে অংশ নিতে পারেন; একজন গৃহিণী একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পরিহার করে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এমনকি শিশুরাও বৃক্ষরোপণ কিংবা প্রাণীপ্রেমের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের অংশ হতে পারে।

২০২২ সালে জাতিসংঘের অধীনে গৃহীত Kunming Montreal Global Biodiversity Framework অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় রোধ, প্রাকৃতিক বাসস্থান সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সকলের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। সুতরাং, এই প্রতিপাদ্যটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, গৃহীত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণই মুখ্য চাবিকাঠি। আমাদের উচিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করাযেমন বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগানো, স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, ই-ওয়েস্ট ও প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বশীল হওয়া, স্থানীয় প্রজাতির ব্যবহার ও সংরক্ষণে উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদি।

২০২৫ সালের এই প্রতিপাদ্য "Be Part of the Plan" একটি আশাবাদী ও কার্যকর আহ্বান। একজন সচেতন শিক্ষক ও নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি, আমাদের শিশুদের প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে সম্পর্ক বুঝিয়ে গড়ে তুলতে হবে এমন একটি প্রজন্ম, যারা পরিবেশবান্ধব চিন্তা ও আচরণে অভ্যস্ত হবে। এটি কেবল একদিনের কর্মসূচি নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। আসুন আমরা প্রত্যেকে হই জীবনের এই বৈচিত্র্যময় জগত রক্ষার পরিকল্পনার সক্রিয় অংশ। জীববৈচিত্র্য বাঁচলে তবেই বাঁচবে প্রকৃতি, আর প্রকৃতি বাঁচলে তবেই টিকে থাকবে মানবসভ্যতা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সম্প্রতি প্রয়াত সিপিএমে নেত্রী গৌরী পালের উদ্দেশ্যে শনিবার সিপিএম অফিসে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।

৫৪নং কদমতলা-কুর্তি মন্ডলের উদ্যোগে তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৪ মে: রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে ৫৪নং কদমতলা-কুর্তি মন্ডলের উদ্যোগে তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার বিকেল চারটায় উত্তর জেলার কদমতলা বাজারের নটরাজ মুক্ত মঞ্চের সন্মূখ থেকে সুসজ্জিত এই তিরঙ্গা রেলী শুরু হয়। রেলীর অগ্রভাগে ছিলো ভারত মাতা সাজে এক কিশোরী। এরপরেই হাজার হাজার দেশপ্রেমিক জনতার জনঢলে জাতীয় পতাকার গৌরব যেনো কয়েক হাজার গুণ বেড়ে যায়। দেশ প্রেমিক জনতার হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ ও পাকিস্তান মুর্দাবাদ ধ্বনিতে কদমতলার আকাশ বাতাস যেন গর্জে উঠলো এদিন। ভারত মাতার গর্জমান স্লোগানে মনে করিয়ে দিল সমস্ত ভারতবাসীরা এক ও অভিন্ন।

যারা কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন তাদের রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বীর জওয়ানরা। যে সন্ত্রাসীরা বেঁছে বেঁছে পুরুষদের হত্যা করে মায়েদের কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছিলো,সেই সিঁদুরের নামে অপারেশন চালিয়ে ছিলেন দেশের জওয়ানরা। তাই এদিনের র‍্যালিতে সিঁদুর নিয়ে খেলতে দেখা গেল মায়েদের।

এদিকে এই রেলির নেতৃত্বে ছিলেন কদমতলা মন্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ,ব্লক চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ ও ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস সহ দেশ প্রেমিক জনগণেরা। এছাড়া এই তিরঙ্গা যাত্রায় দেশপ্রেমিক নাগরিক ছাড়াও শত শত ছাত্র যুব, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা, টিআরএলএম কর্মী, জিআরএস সহ ব্লকের বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে শিক্ষকরাও যোগদান করেন উক্ত রেলীতে। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অপেক্ষা করেও রেলীটি সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের জন্মদিন উপলক্ষে ধর্মনগরের নবরূপ সংঘে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মে: রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের জন্মদিন উপলক্ষে আজ ধর্মনগরে নবরূপ সংঘের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন নিজেই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

প্রতিবছরের মতোই এবারও নবরূপ সংঘ এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে রক্তের ঘাটতি মেটানো এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে রক্তদানের সচেতনতা বাড়ানো। এইদিন প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন, যা ক্লাবের মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা শুধুমাত্র রক্তদান নয়, বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। তবে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের জন্মদিনকে ঘিরে আজকের রক্তদান শিবিরে ছিল আলাদা উৎসাহ ও উদ্দীপনা। ক্লাব সদস্যদের মধ্যে দেখা যায় এক অনন্য উচ্ছ্বাস ও দায়বদ্ধতা, যা সমাজের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও সেবার মনোভাবকে প্রমাণিত করে।

অপারেশন সিঁদুরের সমর্থনে দেশের সেনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে গণ্ডাছড়ায় তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২৪ মে: দেশের সেনা জওয়ানদের ধন্যবাদ জানিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমায় অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ তিরঙ্গা র‍্যালী। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে আজ তিরঙ্গা র‍্যালিতে অংশ গ্রহন করে দেশাত্মবোধক নানা শ্লোগানে মুখরিত করে গোটা গন্ডাছড়া মহকুমাকে। গোটা দেশের সাথে তাল মিলিয়ে শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমায়ও তিরঙ্গা যাত্রা সংগঠিত করে রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি সংগঠন।

ওইদিন বেলা একটায় রাইমাভ্যালি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর বাজার সংলগ্ন রাইমা সাইমা টাউন হল ময়দানে জমায়েত শেষে ত্রিবর্ন রঞ্জিত জাতীয় পতাকা নিয়ে একটি ৰ্যালি মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দেশের সেনা, আধা সেনা সহ সকল অংশের ফোর্সদের ধন্যবাদ, অভিনন্দন এবং সম্মান জানিয়ে ভারত মাতার শ্লোগানে মুখরিত ৰ্যালিটির নেতৃত্বে ছিলেন মন্ডল সভাপতি ধন্যমানিক ত্রিপুরা, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, জেলা সভাপতি প্রতিরাম ত্রিপুরা এবং প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা।

বিজেপি দলের রাইমাভ্যালী মন্ডলের উদ্যোগে শুক্রবারের ওই তিরঙ্গা ৰ্যালিতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মহকুমার সকল অংশের মানুষ জন যোগ দেয়। শুক্রবারের ওই ৰ্যালিটি ছিল সিঁদুর অপারেশনের সমর্থনে এবং আতঙ্ক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সিপাহীজলা জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ মে: আসন্ন রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার বিশালগড়ের একটি বেসরকারি পেক্ষাগৃহে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের (টিজেইউ) সিপাহীজলা জেলা কমিটি এবং সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমা কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয় এবং সাংবাদিকদের পেশাগত স্বার্থ ও সংগঠনকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ৩১ মে রাজ্য সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিপাহীজলা জেলা ৪র্থ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক সন্তোষ গোপ রাজ্য কমিটির সদস্য অভিষেক সাহা মেহেবুব আলম উদয়ন চৌধুরী সহ নেতৃত্বরা সম্মেলন শেষে ৯জনের জেলা কমিটির গঠিত হয় সভাপতি তাজুল ইসলাম সম্পাদক টুটন চৌধুরী সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সভাপতি অমিত দও সম্পাদক এলিয়াজ হোসেন বিশালগর মহকুমা কমিটির সভাপতি মান্নান হক সম্পাদক গৌতম ঘোষ নির্বাচীত হন। আগামী ৩১শে মে আগরতলা রাজ্য সম্মেলনে সমস্ত সদস্যদের উপস্থিত থাকার আহ্বান রাখেন নেতৃত্বরা।

৪ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সোহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে: মধুপুর থানার পুলিশ একটি অটো গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। মধুপুর থানার ওসি দেবজিত চ্যাটার্জী এবং অন্যান্যরা পুলিশ নিয়ে মধুপুর থানাধীন বনকুমারি এলাকায় সকাল বেলা উৎপেতে বসে থাকেন। এমন সময় রাস্তারমাথার দিক থেকে আসা কমলাসাগরের উদ্দেশ্যে একটি উল্টো গাড়ি যার নম্বর টিআর০৩ -ডি-০৪৪৭ আসছিল। পুলিশ সেই গাড়িটিকে আটক করে। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৭০ কেজির অধিক শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। গাড়িচালক গাঁজা পাচারকারী বিষ্ণু দেববর্মাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।জানা যায় বিষ্ণু দেববর্মার বাড়ি বড়বাড়ি এলাকায়। তার বাবার নাম উকি রাম দেববর্মা।মধুপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত গাজা কারবারি বিষ্ণু দেববর্মাকে গাড়ি সহ মধুপুর থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস মামলা দায়ের করে। ওসি দেবজিত চ্যাটার্জী জানান উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য চার লক্ষাধিক টাকা হবে।

পাহাড়ে বিভিন্ন দল ছেড়ে তিপ্রামথায় যোগদান ৩৫ ভোটারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে: এডিসি এলাকায় বিভিন্ন দলে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। প্রায়শই দলবদলের হিড়িক লক্ষ্য করা যাচ্ছে পাহাড়ে। এবারেও বিভিন্ন দল ছেড়ে তিপ্রামথা ফলে যোগদান করেন ৩৫ জন ভোটার। তিপ্রামথা দলের উদ্যোগে হলুদিয়া এডিসি ভিলেজের ছনবাড়ী ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় শুক্রবার এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিপ্রামথা দলের উদ্যোগে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার কৃষ্ণপুর বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত হলুদিয়া এডিসি ভিলেজের ছনবাড়ী ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

মূলত তিপ্রামথা দলের কৃষ্ণপুর ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র দেববর্মার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। সভায় মহেন্দ্র দেববর্মা ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই যোগদান সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে ১৩ পরিবারের ৩৫ ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করে বলে উপস্থিত নেতৃত্বরা জানান।

ধর্মনগরে মণ্ডলের উদ্যোগে বিশাল তিরঙ্গা র‍্যালি, বিএসএফ জওয়ানদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ মে: ধর্মনগর শহর এক অনন্য দেশপ্রেমের আবহে মুখরিত হয়ে উঠল আজ। ধর্মনগর, ৫৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রে মণ্ডলের উদ্যোগে এক বিশাল তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। 'অপারেশন সিন্দুর' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এই র‍্যালিটি ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে অবশেষে গালোয়ান চকে গিয়ে শেষ হয়।

এই র‍্যালিতে ধর্মনগর ৫৬ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি জুড়ে ছিল বিপুল উৎসাহ, দেশাত্মবোধক স্লোগান, তিরঙ্গার রঙে রাঙানো প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। শহরের প্রতিটি মোড়ে, অলিগলিতে সাধারণ মানুষ হাততালি ও উল্লাসে স্বাগত জানান এই অনন্য উদ্যোগকে।

র‍্যালির শেষ পর্বে গালোয়ান চকে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানদের এক হৃদয়গ্রাহী সংবর্ধনা জানানো হয়। দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত এই সাহসী সৈনিকদের হাতে ফুল ও স্মারক তুলে দেওয়া হয় মণ্ডলের পক্ষ থেকে।এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ মাননীয় বিশ্ববন্ধু সেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব, বিশিষ্ট সমাজসেবী, যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগ শুধু জাতীয়তাবোধকে উজ্জীবিত করে না, বরং আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।' এই বিশাল তিরঙ্গা র‍্যালি শুধু একটি রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক কর্মসূচি নয়, এটি ধর্মনগরবাসীর দেশপ্রেম ও ঐক্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে রইল।

বিশালগড়ে ৮টি বিদ্যালয়ে গ্রীমকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৪ মে: বিশালগড় ব্লকের মোট ৮টি বিদ্যালয়ে আনন্দধারা শীর্ষক গ্রীমকালীন প্রশিক্ষণ শিবির আজ থেকে শুরু হয়েছে। ১০ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, গ্রীমের ছুটিতে শুধুমাত্র মোবাইল নেট দুনিয়ায় না ঝঁকে, মানসিকভাবে সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত শিবির চলবে আগামী ২ জন পর্যন্ত। গ্রীমকালীন শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নৃত্য, সংগীত, যোগা, আবৃত্তি, নাটক, গীতা পাঠ, স্পোকেন ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাপ্ত দিনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে মোট ৬০ জন বিভিন্ন স্থানীয় সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত ঘনিয়ামারা ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, কেকে নগর ভদ্রাবতী স্কুল, কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, নবীনগর স্কুল, চন্দ্রনগর স্কুল, মধ্য লক্ষীবিল উচ্চ বিদ্যালয়, বিশালগড় টাউন গার্লস স্কুল, অফিসটিলা স্কুলে প্রথম দিনে মোট ৩৮০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অ'ন পুরকায়স্থ, বিশালগড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতশী দাস, বিশালগড় প'ায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস, বিশালগড় পুর পরিষদের কাউন্সিলার রতন দেব সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

"উত্তর-পূর্ব এখন শুধু ভারতের পরিধিতেই নয় এটি ভারতের উন্নয়ন যাত্রার একটি নতুন কেন্দ্রবিন্দু": রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টর সামিটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী

নয়াদিল্লী, ২৪ মে ২০২৫, পিআইবি।। "উত্তরপূর্ব ভারত এখন আর ভারতের পরিধিতেই শুধু নেইএটি ভারতের উন্নয়ন যাত্রার নতুন কেন্দ্রবিন্দু।" একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং এন্টারপ্রেনারশিপ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টর্স সামিট ২০২৫-এ বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্যে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় এই আন্তঃ খাত বিনিয়োগ আলোচনায় উপস্থিত রয়েছেন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারক, এন্টারপ্রেনার এবং বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা।

'শিক্ষা থেকে উদ্যোক্তা: উত্তর-পূর্বের উজ্জ্বল সম্ভাবনার উন্মোচন'' শীর্ষক একটি মূল আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই অঞ্চলটির জন্য একটি মজবুত দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'উত্তর-পূর্ব শুধু একটি অঞ্চলই নয়; এটি ভারতের ভবিষ্যৎ নতুন করে গড়ার জন্য একটি প্রাণবন্ত শক্তি। মিজোরামের ১০০ু সাক্ষরতার হার থেকে এখানকার যুবকদের উদ্যোক্তা মানসিকতার উদাহরণ, এই অঞ্চলটি স্থিতিস্থাপকতা এবং সমাজের জন্যে একটি শক্তির প্রতীক।' তিনি বলেন, 'আমরা যখন এই পরিবর্তন উদযাপন করি, তখন আমাদের ঝুঁকি গ্রহণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইকোসিস্টেম সমর্থনকে উন্মোচন করতে আপন হতে হবে যাতে এর সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা যায়।'

''স্কিলিং ফর এআই রেডিনেস'' (এসওএআর) প্রোগ্রামের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যত এআইয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং ভারতকে অবশ্যই এর দেশীয় মডেল তৈরি করে এবং আমাদের যুবকদের এআই-চালিত বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করে এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে। স্কিলিং ফর এআই রেডিনেসের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের এআই টুল ব্যবহার করে নৈতিকভাবে উদ্ভাবনের সরঞ্জাম দিয়ে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছি। তিনি বলেন, জাতীয় সমর্থনের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্মিলিত মনোভাব অগ্রগতির এক উজ্জ্বল প্রতীক। আমাদের অবশ্যই এই শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, পুরানো মানসিকতা ভেঙে ফেলতে হবে এবং এমন একটি ভবিষ্যত তৈরি করতে হবে যেখানে অরুণাচল থেকে আসাম পর্যন্ত প্রতিটি তরুণ মন ভারতের বৈশ্বিক আখ্যানকে রূপ দেবে।'

বাস্তব জীবনের উদাহরণ তুলে ধরে এই অঞ্চলের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেছেন তিনি। এর মধ্যে একটি উদাহরণ হল শ্রী ভবেন্দ্র মোহন বরগোহাইন, যিনি আসামের ৫০০ চা চাষীর একটি ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি গঠন করেছেন এবং একটি অত্যাধুনিক সাধারণ সুবিধার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন যার সক্ষমতা প্রতি বছরে ১ লাখ কেজি অর্গানিক এবং বিশেষ চা প্রক্রিয়াকরনের।

আরেকজন উপকারভোগী হলেন শ্রীমতী মেরিনা লাহিরি, যিনি দক্ষতা ও উদ্দেশ্যের সুতো দিয়ে তার স্বপ্ন বুনেছেন। তিনি এখন ৩০০ জন নারী কৃষক ও ১৫ জন কারিগরের একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা ঐতিহ্যবাহী এবং সুস্থায়ী চর্চা হিসেবে পরিচিত এরি সিল্ক পণ্য তৈরি করছেন। তার এফপিও (কৃষক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান) এখন ভারত সরকারের এফপিও কর্মসূচি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। শ্রী চৌধুরী বলেন, 'এগুলো সফলতার গল্প যা ভারতের অর্থনীতিতে উজ্জ্বল সবুজ শিকড়ের একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের সংকেত।'

তিনি বলেন, এটি এমন একটি অঞ্চল যা ইতিহাসগতভাবে মূলধারার অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কম প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে। আজকের শিখর সম্মেলন তাঁদের কাছে একটি শক্তিশালী সংকেত পাঠিয়েছে। শ্রী চৌধুরী বলেন, ''অসমের চা বাগান থেকে শিলংয়ের ডিজিটাল শ্রষ্টা, সর্বত্র উত্তর-পূর্ব এখন পরিবর্তনের জন্য শুধু অপেক্ষা করছে নাএটি পরিবর্তন তৈরি করছে। এবং ভারতের বাকি অংশএবং বিশ্বেরজন্যে এখানে বিনিয়োগ করার সময় এসেছে।"

এই অঞ্চলে কাঠামোগত সংস্কারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং উত্তরপূর্বের যুবকদের মধ্যে বিনিয়োগে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন তিনি। শেষে এই বলে শেষ করেন যে, "চলুন আমরা পাইলট থেকে প্ল্যাটফর্মে, বিচ্ছিন্ন সাফল্য থেকে প্রণালীগত রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যাই। উত্তরপূর্বের অষ্টলক্ষ্মী শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক প্রতীক নয়তারা উন্নয়নের ইঞ্জিন। চলুন তাদের সাথে উঠে দাঁড়াই।"

শীর্ষ সম্মেলনের শেষে, এমএসডিই কর্তৃক স্থাপিত একটি বিশেষ ''উদ্যমিতা সে আত্মনির্ভর প্যাভিলিয়ন" উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্যোক্তা মনোভাবকে তুলে ধরেছে যেখানে ভারতীয় উদ্যোক্তা ইনস্টিটিউট (আইআইই) কর্তৃক প্রশিক্ষিত আটজন গতিশীল উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ থেকে ইকো-টুরিজমতারা বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিত্ব করছেনএবং তারা এই অঞ্চলে স্কিল ইন্ডিয়া উদ্যোগের রূপান্তরমূলক প্রভাবকে চিত্রিত করেছে। তাদের কঠোর পরিশ্রম ও উন্নতির কাহিনীগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সঠিক প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ পেলে স্থানীয় প্রতিভা জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে পূরণ করতে সক্ষম।

ইএপি এবং ইডিপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা বিভাগের প্রচেষ্টাগুলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২০১৫ সাল থেকে ৪৯,০০০ -এরও বেশি যুবককে প্রশিক্ষণমূলক সুযোগ এবং ৩ লক্ষেরও বেশি উদ্যোক্তার জন্য উদ্যোক্তা সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া উদ্যোক্তা প্রোগ্রামে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৭৫ু -এরও বেশি।

দ্য রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টর সামিট ২০২৫ একটি স্মরণীয় প্ল্যাটফর্ম যেটি পাবলিক নীতিমালা, ব্যক্তিগত মূলধন এবং তৃণমূল স্তরের উদ্ভাবনের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরার মধ্যে সংযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে। পর্যটন, কৃষি, লজিস্টিকস, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং সবুজ উদ্যোগের মতো খাতগুলোতে কেন্দ্রীভূত আলোচনা, এই সামিট অঞ্চলটিকে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সীমাহীন প্রবৃদ্ধির একটি ইঞ্জিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধে সিআইএসএফ মোতায়েন ও জলবণ্টন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পাঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ২৪ মে: পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান শনিবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিটি আয়োগের ১০ম গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে জলবণ্টন ইস্যুতে হরিয়ানার সঙ্গে বিরোধ এবং ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধে ঋজ্জছচ মোতায়েনের বিষয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি কেন্দ্রের ভূমিকাকে 'বৈষম্যমূলক', 'অপ্রয়োজনীয় ও অনভিপ্রেত' বলে আখ্যা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাঞ্জাবের কোনো অতিরিক্ত জল নেই যা অন্য কোনো রাজ্যকে দেওয়া যায়।

এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী মান দাবি করেন, পাঞ্জাব বারবার অনুরোধ জানিয়েও যমুনার জল বণ্টনের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৫৪ সালের ১২ মার্চ প্রাক্তন পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সই হওয়া যমুনা-সতলুজ লিংক প্রকল্প অনুযায়ী, পাঞ্জাবকে যমুনার জলের দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবুও, পাঞ্জাবকে তার প্রাপ্য জল থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তার।

তিনি বলেন, যমুনার জল বণ্টনের সময় পাঞ্জাবের দিকটি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি, যদিও রবি ও বিয়াস নদীর জলের বণ্টনে তা করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের কেন্দ্রীয় সেচ কমিশনের রিপোর্ট উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে পাঞ্জাব যমুনা নদী অববাহিকার অংশ, ফলে যদি হরিয়ানার রবি ও বিয়াসের জল পাওয়ার অধিকার থাকে, তবে পাঞ্জাবেরও যমুনার জল পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ভগবন্ত মান জানান, পাঞ্জাব তার নিজস্ব ভূগর্ভস্থ জলসঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে ধান চাষসহ বিভিন্ন কাজ চালাচ্ছে, যার ফলে রাজ্যের ১৫৩টি ব্লকের মধ্যে ১১৫টি ব্লক 'অতিরিক্ত জল উত্তোলন' সমস্যায় ভুগছে যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

তিনি আরও বলেন, এখন পাঞ্জাবের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর মতো জল নেই, এমনকি নদীগুলোর ভাগের জলও পর্যাপ্ত নয়।

ভগবন্ত মান অভিযোগ করেন, ভাকরা বিয়াস ম্যানেজমেন্ট বোর্ড হরিয়ানাকে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, ফলে মার্চ ৩০-এর মধ্যেই হরিয়ানা তাদের বরাদ্দ জল শেষ করে ফেলে। তবুও, পাঞ্জাব মানবিক দিক বিবেচনা করে ৪,০০০ কিউসেক জল সরবরাহ করে, কিন্তু বিবিএমবি পাঞ্জাবের আপত্তিকে উপেক্ষা করে ৮,৫০০ কিউসেক জল হরিয়ানাকে দেয়।

এই সিদ্ধান্তকে তিনি আইনবিরোধী এবং 'আত্মিক ন্যায়বিচারের' পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেন এবং বিবিএমবি-কে নিরপেক্ষ ও আইনসম্মত আচরণ করতে নির্দেশ দেওয়ার দাবি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধের নিরাপত্তার দায়িত্ব শুরু থেকেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির উপর ছিল। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ মন্ত্রকের উদ্যোগে সিআইএসএফ মোতায়েন অপ্রয়োজনীয় এবং এটি পাঞ্জাবের অধিকারকে খর্ব করে। তিনি এই মোতায়েন প্রত্যাহারের আবেদন জানান এবং বলেন, একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থাকে না নাড়িয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মান দাবি করেন, পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের বিবিএমবি-তে 'উপেক্ষিত' ও 'গৌণ' করে রাখা হয়েছে। তিনি বোর্ডে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার দাবি তোলেন।

শনিবার মেয়র দীপক মজুমদার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংবর্ধনা প্রদান করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গল্পের সম্ভারে যাও পাখি

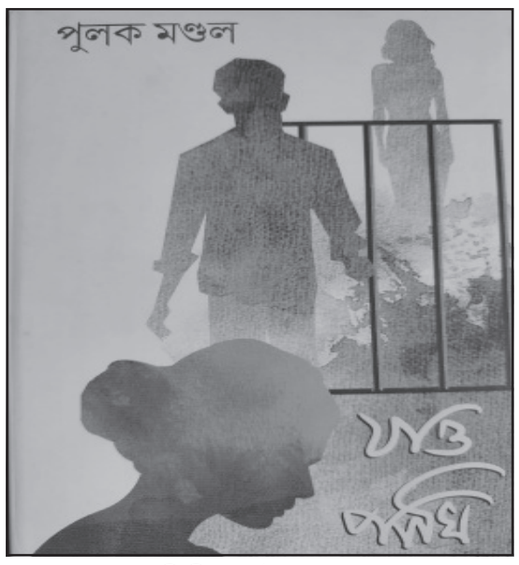

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

গল্প কখনও জীবনের সারবস্তু কখনও বা অলীক স্বপ্নের মায়াজাল বুনে চলে। গল্পে একদিকে বাস্তবতার আঁকিবুঁকি চিত্র ধরা পড়ে অন্যদিকে গল্পের মাধ্যমেই জীবনের ছোট ছোট বিষয়বস্তু ফুটে উঠে। বার্ণিক প্রকাশনীর অন্তর্গত পুলক মণ্ডলের 'যাও পাখি' বাস্তবতা ও কল্পনার অপূর্ব এক মেলবন্ধন। 'সাইকো' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, 'বৈদেহী যেমনটা চায় সুজান ঠিক তেমনটাই। প্রথম আলাপ ট্রেনের কামরায়। অফিস থেকে ফেরার পথে ট্রেনের বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে একটু আনমনা হয়েছিল বৈদেহী, অবশ্য এমনটা ও বরাবরই। সবার মাঝে থাকলেও ওর মনটা থাকে সম্পূর্ণ একা। আর মনটাকে একা থাকতে না দিয়ে ও একটানা কথা বলে যায় মনের সঙ্গে'। 'বৃষ্টিধারা' গল্পে লেখক বলেছেন বিশু ও তাঁর মায়ের কথা। 'ছেলে বিশুকে নিয়ে দু'জনের সংসার তার। আর একটা বিয়ে করে পুরুষটা চলে গেছে অন্য কোথাও। অবশ্য তা নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই রেখার। কেননা মানুষটার অত্যাচারী চেহারা এত দেখেছে দিনের পর দিন যে সে না থাকায় বরং স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। ক্লাস-টু এর সাত বছরের বিশুও যেন হঠাৎ করে অনেক কিছু বুঝতে শিখে গেছে ! তাই কোনোদিন-ই কোন কিছুর জন্যে বায়না করে না সে। অথচ ওর বন্ধুদের কত ঝকমারি জামাকাপড়, কতজনের টিফিনে কত রকমের খাবার ভরা থাকে তা বিশু কোনোদিন না বললেও কলতলায় জল আনতে গিয়ে এসব গল্প অনেক শুনেছে রেখা। তাই কাল রাতে যখন রোজকার মতো ছেলের মাথায় আলগোছে হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল তখন বিশু আচমকা একটা চাবি ঘোরানো মোটরগাড়ি চেয়ে বসায় সে একটু অবাক হয়েছিল'। 'মন অতল' গল্পে লেখক পুলক মণ্ডল দেখিয়েছেন, 'ওপারে শহর। এপারে গ্রাম। মাঝখানে এই নদী। শহরের বাবুরা কখনও-সখনও সখ করে গ্রাম দেখতে এপারে আসে। তবে এপারের লোককে ওপারে যেতেই হয় এবং তা রোজদিন। নাহলে এপারের লোকেদের চলবে কী করে! বেশিরভাগ যায় শহরের বাজারে পাইকারি রেটে আনাজ বেচতে, কেউ কেউ মজুরগিরি করতে, কেউ বা ঠিকে কাজ করতে, এছাড়াও নানা দরকার তো লেগেই আছে'। 'যাও পাখি' গল্পে লেখক বলেছেন, 'ডোরবেলটা বেজে উঠতেই স্টিলের গ্লাসটা আঁচল দিয়ে চেপে ধরে রেখা অস্ফুটে বলে উঠলো, যাই গো। .... তারপর দ্রুত পায়ে রান্নাঘর পেরিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে দিয়ে বলে উঠল, ছাতাটা নিয়ে যেতে পারো না। .... এই অসময়ে ভিজলে ঠাণ্ডা লাগবে যে। বলতে বলতে ভেতর থেকে তোয়ালেটা নিয়ে এল, নাও আগে মাথাটা ভালো করে মুছে নাও। বাজারের ব্যাগটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে রথীন বলল, কী করে বুঝব এখন বৃষ্টি হবে'।

এছাড়াও বইটির 'কাঠামো', 'লাশ', 'রক্তগোলাপ', 'অনুপেক্ষা', 'জলতরঙ্গ', 'চোরাগলি' প্রভৃতি গল্পগুলি অন্য মাত্রা বহন করে।

মূল্য-১৫০ টাকা

ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়

ঘি খেতে ভালবাসেন কিন্তু খেতে পারেন না শুধু ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। রোগা হওয়ার জন্য এর চেয়েও বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কষ্ট করলে তবেই যে কেষ্ট মেলে, তা কে না জানে! তবে ওজন ঝরানোর জন্য ঘি খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়। তার মানে রোজ সেদ্ধ ভাতে ঘি মেখে খেয়েও ছিপছিপে থাকবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়।

তা হলে উপায়? কী ভাবে খেতে পারেন?

টোস্টের সঙ্গে- টোস্টে মাখনের বদলে ঘি মাখিয়ে খেতে পারেন। তবে রোজ নয়। মাঝেমাঝে জলখাবারে ঘি মাখানো টোস্ট থাকতেই পারে। হাত খুলে ঘি না মাখালেই ভাল। সপ্তাহে ১-২ দিন পরিমাণ মতো ঘি খাওয়া যায়।

ঘি ভাত- সরাসরি ভাতে ঘি মেখে না খেয়ে বরং ঘি ভাত বানিয়ে খেতে পারেন। গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম দিয়ে যে ফ্রায়েড রাইস বানালেন তাতে অল্প করে গাওয়া ঘি মিশিয়ে নিন। খেতেও ভাললাগবে, আবার ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

বেকিং- কেক বানানোর জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই, তার আগেই বানাতে পারেন। বেকিং-এর সময় খানিকটা ঘি দিতে পারেন। স্বাদ লেগে থাকবে মুখে। আবার ঘি খাওয়াও হল।

মধুমেহ/ ডায়াবেটিস আজকের যুগের আলোচিত ব্যাধি

ড.হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

মধুমেহ, যা ডায়াবেটিস নামেই বেশি পরিচিত, এটি একটি গুরুতর, দীর্ঘমেয়াদী রোগ। এটি এমন একটি অবস্থা যখন আপনার রক্তে গ্লুকোজ (শর্করা) এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। ডায়াবেটিসের প্রধান কারণ হলো:

* শরীর পর্যপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে না পারা: ইনসুলিন হলো অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত একটি হরমোন যা রক্তে থাকা গ্লুকোজকে শরীরের কোষগুলিতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, যাতে কোষগুলি শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। যদি অগ্ন্যাশয় পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি না করে, তাহলে গ্লুকোজ কোষে ঢুকতে পারে না এবং রক্তে জমা হতে থাকে।

* শরীর উৎপাদিত ইনসুলিন কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে না পারা (ইনসুলিন প্রতিরোধ): এক্ষেত্রে শরীর ইনসুলিন তৈরি করলেও কোষগুলি ইনসুলিনের প্রতি সঠিকভাবে সাড়া দেয় না, ফলে গ্লুকোজ কোষে প্রবেশ করতে পারে না এবং রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তে দীর্ঘসময় ধরে উচ্চ মাত্রার গ্লুকোজ থাকলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, যেমন - কিডনি, চোখ, স্নায়ু, হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালী।

মধুমেহের প্রধান প্রকারভেদ

টাইপ ১ ডায়াবেটিস: এই ক্ষেত্রে শরীর নিজেই ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলিকে (বিটা কোষ) নষ্ট করে দেয়, ফলে শরীর ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না। এটি সাধারণত অল্প বয়সে বা কৈশোরে দেখা যায়। টাইপ ২ ডায়াবেটিস এটি সবচেয়ে সাধারণ প্রকার। এই ক্ষেত্রে শরীর হয় পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করে না, অথবা উৎপাদিত ইনসুলিন কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে না। এটি সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দেখা যায় এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, স্থূলতা এবং জিনগত কারণ এর জন্য দায়ী। গর্ভকালীন ডায়াবেটিস কিছু মহিলার ক্ষেত্রে গর্ভবতী অবস্থায় ডায়াবেটিস দেখা দেয়। এটি সাধারণত শিশুর জন্মের পর ঠিক হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।

মধুমেহের কিছু সাধারণ লক্ষণ:

* অতিরিক্ত তৃষ্ণা
* ঘন ঘন প্রস্রাব
* অতিরিক্ত ক্ষুধা
* হঠাৎ ওজন হ্রাস
* ক্লান্তি
* ঝাপসা দৃষ্টি
* যেকোনো ধরনের ক্ষত বা কাটা ধীরে ধীরে সারে।
* হাত ও পায়ে ঝিনঝিন অনুভূতি

মধুমেহ সম্পূর্ণভাবে সারানো সম্ভব না হলেও সঠিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এর জটিলতাগুলো কমানো যায়।

ইদানিংকালে মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগের প্রকোপ দ্রুত বাড়ছে, বিশেষ করে ভারতে। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যা জীবনযাপন, জিনগত প্রবণতা এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। ডায়াবেটিস হওয়ার প্রধান কারণগুলো হলো:

জীবনযাত্রার পরিবর্তন

স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন: এটি ডায়াবেটিস বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। অতিরিক্ত ওজন ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা (Insulin resistance) বাড়ায়, যার ফলে শরীর ইনসুলিনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং অপর্যাপ্ত শারীরিক কার্যকলাপ স্থূলতার কারণ।

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা (Sedentary Lifestyle) আধুনিক জীবনযাত্রায় কায়িক শ্রমের অভাব বেড়েছে। মানুষ এখন হাঁটাচলা বা শারীরিক ব্যায়ামের বদলে যান্ত্রিক পরিবহণ ও বসে থাকার কাজ বেশি করে। শারীরিক কার্যকলাপ কম হলে ইনসুলিনের প্রতি শরীরের সংবেদনশীলতা কমে যায়। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড, উচ্চ চিনিযুক্ত পানীয় এবং উচ্চ ক্যালরি ও চর্বিযুক্ত খাবারের প্রতি আসক্তি বেড়েছে। এই ধরনের খাবার অতিরিক্ত ওজন এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী। মানসিক চাপ ও ঘুম কম হওয়া: দীর্ঘক্ষণ কাজ করা, অনিয়মিত ঘুমের চক্র এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ শরীরের হরমোন ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে, যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। শহরায়ন: শহরগুলিতে জীবনযাত্রার ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যা অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জিনগত কারণ পারিবারিক ইতিহাস: যদি পরিবারের কারো ডায়াবেটিস থাকে (বিশেষ করে বাবা-মা বা ভাই-বোন), তাহলে আপনার ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। জিনগত প্রবণতা ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। জাতিগত প্রবণতা: কিছু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়, যদিও এর সঠিক কারণ এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। ভারতীয়দের মধ্যে ইনসুলিন প্রতিরোধের প্রবণতা বেশি বলে গবেষণায় দেখা গেছে।

অন্যান্য কারণ বয়স বৃদ্ধি: সাধারণত ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মানুষের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। কিছু রোগ: অগ্ন্যাশয়ের রোগ, পলিসিস্টিক ডিম্বাশয় সিন্ড্রোম (PCOS) এবং গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস (Gestational Diabetes) এর মতো কিছু রোগ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।

পরিবেশ দূষণ: কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে পরিবেশ দূষণ এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

রোগ নির্ণয়ের উন্নতি: বর্তমানে ডায়াবেটিস নির্ণয়ের পদ্ধতি উন্নত হওয়ায় এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায় অনেক সময় রোগীরা দ্রুত রোগটি শনাক্ত করতে পারেন, যা মোট আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে হতে পারে। এই কারণগুলোর সম্মিলিত প্রভাবের কারণে ইদানিংকালে মধুমেহ রোগের প্রকোপ অনেক বেড়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, নিয়মিত ব্যায়াম এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত জরুরি।

মধুমেহ (ডায়াবেটিস) একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদিও সম্পূর্ণ নিরাময় সবসময় সম্ভব নয়, তবে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এখানে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

১. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: শর্করা নিয়ন্ত্রণ: সাদা চাল, ময়দার রুটি, মিষ্টি, চিনিযুক্ত পানীয় (যেমন সফট ড্রিঙ্কস), কেক, পেস্ট্রি, ফাস্ট ফুড এবং তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। এই ধরনের খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়।

* ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার: প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি, ফলমূল (কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত ফল যেমন - পেয়ারা, শসা, আনারস, জাম, জামরুল, তরমুজ, নাসপাতি), ডাল, এবং গোটা শস্য (যেমন ব্রাউন রাইস, ওটস, বাজরা, বার্লি) খান। ফাইবার হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে এবং রক্তে শর্করার হঠাৎ বৃদ্ধি রোধ করে।

প্রোটিন: ডিম সেদ্ধ, ডাল, মাছ (বিশেষ করে ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ মাছ যেমন সারডিন, স্যামন, ম্যাকেরেল) ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করুন। স্বাস্থ্যকর তেল: স্বাস্থ্যকর তেল, যেমন অলিভ অয়েল, এবং বাদাম খেতে পারেন। ছোট ছোট ভাগে খাওয়া: একবারে পেট ভরে না খেয়ে অল্প অল্প করে বিরতি দিয়ে খান। পর্যাপ্ত জল পান: প্রতিদিন অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করুন। এটি মেটাবলিজম ঠিক রাখতে এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

২. নিয়মিত ব্যায়াম: হাঁটাচলা: প্রতিদিন অন্তত ৩০-৪০ মিনিট দ্রুত হাঁটুন। অন্যান্য ব্যায়াম: সাইক্লিং, সাঁতার, যোগব্যায়াম, হালকা অ্যারোবিক্স বা জিমে গিয়ে ব্যায়াম করতে পারেন। নিয়মিত ব্যায়াম ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং রক্তে শর্করা কমাতে সাহায্য করে। খাওয়ার পর হাঁটা: খাবারের পরে ৫০০ ধাপ হাঁটা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

৩. কিছু বিশেষ ঘরোয়া উপাদান: মেথি: এক টেবিল চামচ মেথি সারারাত অল্প জলে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে এই জল পান করুন এবং মেথিগুলো খেয়ে নিন। মেথি রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে খুব উপকারী। আমলকী: আমলকী ক্রোমিয়াম সমৃদ্ধ যা ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা বাড়ায়। এক চা চামচ আমলকীর রস বা গুঁড়ো এক গ্লাস জলে মিশিয়ে পান করতে পারেন, বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে হলুদের সাথে মিশিয়ে। দারুচিনি: এক গ্লাস গরম জলে আধা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। এটি রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর। করলা: ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য করলা খুব উপকারী। এতে চ্যারিটিন এবং মোমোরডিসিন নামক উপাদান থাকে যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। খালি পেটে করলার রস অথবা ভাতের সঙ্গে করলা সেদ্ধ খেতে পারেন। জাম: জামের বীজের গুঁড়ো জলে গুলে খালি পেটে খেলে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। সজনে পাতা: সজনে পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখুন। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ইষদুষ্ণ জলের সঙ্গে এক চামচ এই পাউডার খেলে রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে। পেঁয়াজ: পেঁয়াজ রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। আম পাতা: আম পাতায় থাকা এনজাইম ম্যাঙ্গিফেরিন রক্তে শর্করা বৃদ্ধি রোধ করে। কিছু আম পাতা জলে ফুটিয়ে সেই জল খালি পেটে পান করতে পারেন। তুলসী পাতা: তুলসী পাতার রস রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে অনেক সাহায্য করে। রোজ জলের মধ্যে তুলসী ফুটিয়ে সেই জল খেতে পারেন। আদা: আদা রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে এবং ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আদা দিয়ে চা পান করতে পারেন।

৪. জীবনযাত্রার পরিবর্তন: স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা: অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়, তাই স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা জরুরি।

স্ট্রেস কমানো: মানসিক চাপ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে পারে। ধ্যান, যোগব্যায়াম বা অন্যান্য রিলাক্সেশন টেকনিকের মাধ্যমে স্ট্রেস কমানোর চেষ্টা করুন।

পর্যাপ্ত ঘুম: রাতে ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো এবং দিনের বেলা ঘুমানো বা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা এড়িয়ে চলা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার: ধূমপান ও মদ্যপান ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায় এবং রোগকে জটিল করে তোলে।

নিয়মিত রক্তে শর্করা পরীক্ষা: চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে নিয়মিত রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করুন এবং চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে আপনার পরিকল্পনা ঠিক করুন। এই ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে, তবে এগুলি কোনোভাবেই চিকিৎসকের পরামর্শ বা ওষুধের বিকল্প নয়। ডায়াবেটিস একটি গুরুতর রোগ, তাই অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং তার নির্দেশনা অনুযায়ী চলুন।

প্লাস্টিকের বোতলে জল খেলে কী ক্ষতি

পথে চলতে-ফিরতে অনেকেই সঙ্গে জল নিয়ে বের হয় না। তখন পিপাসা মেটাতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বোতলজাত পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। আমরা ভাবি, এই জল একদম বিশুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে বোতলজাত পানি যতটা বিশুদ্ধ ভাবা হয়, ততটা বিশুদ্ধ নয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এই জলে রয়েছে ন্যানো ও মাইক্রোপ্লাস্টিক। ন্যানোপ্লাস্টিক এত ক্ষুদ্র, এর আকার মানুষের চুলের গড় প্রস্থের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। এই ধরনের প্লাস্টিক কণা আমাদের পাচনতন্ত্র বা ফুসফুসের টিস্যুর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যাচ্ছে। ফলে ক্ষতিকর সিন্থেটিক রাসায়নিক সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, যা কোষে কোষে পৌঁছে নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। এ কারণে বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এক লিটার বোতলজাত পানিতে গড়ে ২ লাখ ৪০ হাজার প্লাস্টিক কণা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই ন্যানোপ্লাস্টিক এবং বাকি ১০ শতাংশ মাইক্রোপ্লাস্টিক। মাইক্রোপ্লাস্টিক হলো এমন ক্ষুদ্র পলিমার কণা, যেগুলোর আকার ৫ মিলিমিটার থেকে ১ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর চেয়ে আরও ছোট কণাগুলোকে বলা হয় ন্যানোপ্লাস্টিক, যেগুলোর আকার এক মিটারের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগের মতো।

২০১৮ সালে করা একটি আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা যায়, নয়টি দেশের ১১টি ব্র্যান্ডের বোতলজাত পানির ৯৩ শতাংশ নমুনায় মাইক্রো ও ন্যানোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। গবেষকরা দেখেছেন, প্রতি লিটার জলে গড়ে ১০টি মাইক্রোকণা ও ৩০০টি ন্যানোকণা রয়েছে।

প্লাস্টিক বোতলের জলে এই কণাগুলোর উৎস কেবল বোতলের মূল উপাদান পলিথিন টেরেফথালেট নয়। বোতলের মুখ বারবার খোলা ও বন্ধ করার সময়, কিংবা তাপ ও চাপে বোতলের গা থেকে ক্ষুদ্র কণা ছিটকে জলে মিশে যেতে পারে।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স জার্নালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি নতুন গবেষণা প্রকাশিত হয়। এতে তারা এমন একটি প্রযুক্তির কথা জানান, যার মাধ্যমে বোতলজাত জলের ন্যানোপার্টিকেলের রাসায়নিক গঠন শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া তিনটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের জলের প্রতি লিটারে ন্যানোপ্লাস্টিক কণার সংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজার থেকে ৩ লাখ ৭০ হাজার পর্যন্ত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ন্যানোপ্লাস্টিক হলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ, এই ক্ষুদ্র কণাগুলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কোষ ও টিস্যুতে ঢুকে যেতে পারে। এই কণায় থাকা রাসায়নিক উপাদান লিভার, কিডনি এবং মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারে, এমনকি গর্ভস্থ শিশুর কাছেও পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী ইঁদুর যদি প্লাস্টিক কণা খায় বা শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে, তাহলে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই কণা গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্ক, ফুসফুস, লিভার, কিডনি ও হৃদপিণ্ডে পৌঁছে যায়। শুধু ইঁদুর নয়, মানুষের শরীরেও ইতিমধ্যেই মাইক্রো ও ন্যানোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছেফুসফুসের টিস্যু, রক্ত এবং মলে। বিজ্ঞানীরা যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, তা সাত ধরনের প্লাস্টিক শনাক্ত করতে সক্ষমপলিমাইড, পলিপ্রোপিলিন, পলিথিন, পলিমিথাইল মেথাক্রাইলেট, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পলিস্টাইরিন এবং পলিথিন টেরেফথালেট।

প্লাস্টিক বোতলের জলে এই কণাগুলোর উৎস কেবল বোতলের মূল উপাদান পলিথিন টেরেফথালেট নয়। বোতলের মুখ বারবার খোলা ও বন্ধ করার সময়, কিংবা তাপ ও চাপে বোতলের গা থেকে ক্ষুদ্র কণা ছিটকে জলে মিশে যেতে পারে। কখনও পানির উৎস থেকেই এই কণাগুলো বোতলে চলে আসতে পারে।

তাই প্লাস্টিক যে শরীরের ক্ষতি করছে, এ ব্যাপারে গবেষকেরা নিশ্চিত। তাই নিজের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখনই প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে হবে।

হাঁটুর লিগামেন্ট ইনজুরি হলে কী করব

আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অস্থিসন্ধি হলো হাঁটু। কারণ, এই হাঁটুর ওপর ভর করে আমরা হাঁটাচলা, দৌড়াদৌড়ি, ওঠাবসা করি। হাঁটুর বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটি হলো লিগামেন্টজনিত সমস্যা। মূলত হাঁটু গঠিত হয় তিনটি হাড়ের সমন্বয়ে।

১.ফিমার
২. টিবিয়া
৩. প্যাটেলা।

কিন্তু এ হাঁটুর ভারসাম্যতা নির্ভর করে ১১টি লিগামেন্টের ওপর। এর মধ্যে মূল কাজ করে চারটি লিগামেন্ট। এগুলো হলো

১. অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট, ২. পোস্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট, ৩. মিডিয়াল কোলেটারাল লিগামেন্ট, ৪.

লেটারাল কোলেটারাল লিগামেন্ট। আঘাতের কারণে যেমন খেলাধুলা, সড়ক দুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় হাঁটুর লিগামেন্ট আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, এমনকি ছিঁড়েও যেতে পারে।

যে অসুবিধা হয়

১. হাঁটুব্যথা, ফোলা।
২. হাঁটুর ভারসাম্য ঠিক থাকে না। দেখা যায় অসমতল জায়গায় হাঁটাচলা করার সময় হঠাৎ হাঁটু বেঁকে যায়।
৩. মাঝেমধ্যে জ্যাম বা আটকে যায়। ৪. দৌড়ানো সম্ভব হয় না।

যাদের হয়

১. মূলত তরুণ-তরুণীরা এই সমস্যায় বেশি ভোগে।
২. পেশাদার-অপেশাদার খেলোয়াড়। এ ছাড়া যেকোনো বয়সেই আঘাতের কারণ হতে পারে।

কীভাবে বোঝা যাবে লিগামেন্ট ছিঁড়েছে

১. প্রথমত রোগী আঘাতের বিবরণে বলবেন, হাঁটুতে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে একটি মোচড় লেগেছিল।
২. দ্বিতীয়ত অসমতল জায়গায় হাঁটার সময় বা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ পায়ের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং রোগীর পা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হয়।

ওপরের লক্ষণগুলো পর্যালোচনা সাপেক্ষে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কিছু পরীক্ষা করে হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ব্যাপারে ধারণা করতে পারেন। হাঁটুর এক্স-রে এবং এমআরআই পরীক্ষার মাধ্যমে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা, অপারেশন ও ব্যায়াম হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার সর্বাধুনিক চিকিৎসা হলো অর্থোস্কোপিক রিকনস্ট্রাকশন অব অ্যান্টেরিয়র অর পোস্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট। অর্থাৎ রোগীর শরীরের অন্য একটি লিগামেন্ট নিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া লিগামেন্টে প্রতিস্থাপন করা। বড় ধরনের কাটাছেঁড়া না করে শুধু কয়েকটি ছিদ্র করেই এই অপারেশন করা যায়। অপারেশনের পর সুনির্দিষ্ট ব্যায়াম করতে হয়। এর জন্য অবহেলা না করে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

ধলেশ্বর এলাকাধীন এক গৃহবধূ পন্যের জন্য অত্যাচারের প্রতিবাদে শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

পাকিস্তান ফের চীনের দারস্থ, ভারতের বিরুদ্ধে হাইপারসনিক মিসাইল ও ড্রোন ব্যবহারের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ভারতের সামরিক অপারেশন 'সিন্দূর'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান আবারও চীনের দ্বারস্থ হয়েছে। খবর অনুযায়ী, পাকিস্তান এবার চীনের কাছ থেকে হাইপারসনিক মিসাইল ও উন্নত ড্রোন কেনার পরিকল্পনা করছে। এই পদক্ষেপ ভারতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি নতুন হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ এই অস্ত্রগুলি ভবিষ্যতে ভারত-বিরোধী হামলায় ব্যবহার করা হতে পারে।

চীন ইতিমধ্যেই হাইপারসনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। চীনের দাবি অনুযায়ী, তাদের হাইপারসনিক মিসাইলগুলি শব্দের চেয়েও পাঁচ গুণ দ্রুতগামী। শুধু তাই নয়, চীন এখন এই হাইপারসনিক ড্রোনগুলোকে একটি "স্মার্ট স্বার্ম" অর্থাৎ 'চতুর ঝাঁক'-এর মাধ্যমে পরিচালিত করার পরিকল্পনা করছে, যা ইউসিএভি নেটওয়ার্কের সাহায্যে কাজ করে। এর ফলে এই অস্ত্রগুলির কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে যায়।

হাইপারসনিক মিসাইলগুলি শুধুমাত্র গতিতে দ্রুত নয়, বরং এগুলোর উড়ানপথও রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম। ব্যালিস্টিক মিসাইলের তুলনায় এরা অনেক কম উচ্চতায় উড়ে, ফলে এগুলিকে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

স্মার্ট স্বার্ম প্রযুক্তির সাহায্যে এগুলি সমন্বিত আক্রমণ চালাতে পারে, যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলোএই মিসাইল ও ড্রোন পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম।

ইতিহাস সাক্ষী, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের বিরুদ্ধে চীনা প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে এসেছে। আগেও একাধিকবার পাকিস্তান চীনা অস্ত্র ব্যবহার করে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে।

এবার হাইপারসনিক প্রযুক্তি হাতে পেলে, পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ এবং জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য এদের ব্যবহার করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চীন মূলত আমেরিকার সামরিক আধিপত্যকে টেক্কা দিতে এই হাইপারসনিক প্রযুক্তি উন্নয়ন শুরু করেছিল। এখন সেই প্রযুক্তি বন্ধু রাষ্ট্র, বিশেষত পাকিস্তানের সঙ্গে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত। এর ফলে শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এই নতুন হুমকির মোকাবিলায় ভারতও ইতিমধ্যে নিজের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি আরও উন্নত করার পথে হাঁটছে।

ডিআরডিও সহ একাধিক সংস্থা হাইপারসনিক প্রযুক্তির উপর কাজ শুরু করেছে। 'অগ্নি' এবং 'ব্রহ্মোস'-এর মতো দেশীয় মিসাইল সিস্টেম ভারতকে একধাপ এগিয়ে রাখলেও, চীন-পাকিস্তানের এই যৌথ উদ্যোগ ভারতের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে আসছে।

মাস্কের ডোজকয়েন ও রাজনৈতিক জড়িতি ছিল "ব্র্যান্ড ধ্বংসের অন্যতম উদাহরণ": মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ স্কট গ্যালোয়ে

নিউ ইয়র্ক, ২৫ মে: বিশিষ্ট মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ ও উদ্যোক্তা স্কট গ্যালোয়ে দাবি করেছেন, এলন মাস্কের মার্কিন রাজনীতিতে প্রবেশ ও বাজেট-কর্মসংস্থান হ্রাসের উদ্যোগ ছিল ব্র্যান্ড ধ্বংসের অন্যতম উদাহরণ। তিনি বলেন, মাস্ক তার মূল ক্রেতা গোষ্ঠী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং ভুল গোষ্ঠীর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলেছেন।

জনপ্রিয় পডকাস্ট 'পিভট'-এ গ্যালোয়ে বলেন, 'মাস্ক ভুল লোকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। রিপাবলিকানরা মূলত ইভি (ইলেকট্রিক ভেহিকেল) বিরোধী, অথচ তিনিই তাদের সঙ্গ পছন্দ করছেন।'

তিনি আরও বলেন, "প্রায় ৭৫ রিপাবলিকান কখনও ইভি কেনার কথা ভাবেন না। অথচ মাস্ক সেই গোষ্ঠীর কাছাকাছি গিয়ে মূল ইভি ক্রেতাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।"

গ্যালোয়ে এক জরিপের কথা উল্লেখ করে জানান, ২০২১ সালে যেখানে টেসলা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ৮ম সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্র্যান্ড, সেখানে বর্তমানে তারা ৯৫তম স্থানে নেমে এসেছে।

গ্যালোয়ে জানান, মাস্কের ইউরোপীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের পর, টেসলার বিক্রয় ইউরোপের বহু দেশে ধস নেমেছে। তার তথ্য অনুযায়ী: ফ্রান্সে বিক্রি কমেছে ৫৯, সুইডেনে ৮১, নেদারল্যান্ডসে ৭৪, ডেনমার্কে ৬৬, সুইজারল্যান্ডে ৫০, পর্তুগালে ৩৩।

গ্যালোয়ের মতে, ইউরোপ একসময় টেসলার জন্য লাভজনক বাজার ছিল, কিন্তু মাস্কের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সেখানে ক্রেতাদের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

অটোমোটিভ ইন্টেলিজেন্স সংস্থা জাটো ডাইনামিক্স জানিয়েছে, চীনা ইভি নির্মাতা বিওয়াইডি প্রথমবারের মতো ইউরোপে টেসলাকে ছাড়িয়ে বিক্রয়ে এগিয়ে গেছে।

মাস্কের ডোজকয়েন নিয়ে অতিরিক্ত প্রচার এবং বিতর্কিত রাজনৈতিক অবস্থান টেসলার ব্র্যান্ড ইমেজে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে বলেও মন্তব্য করেন গ্যালোয়ে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সব সিদ্ধান্তগুলো মাস্কের দীর্ঘদিনের ব্র্যান্ড নির্মাণ প্রচেষ্টাকে বিপর্যস্ত করেছে এবং টেসলার ভবিষ্যত বাজার ধরে রাখার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস পদত্যাগ করছেন না *জরুরি বৈঠক শেষে উপদেষ্টাদের ঘোষণা*

ঢাকা, ২৪ মে: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস তার পদে বহাল থাকছেন বলে শনিবার সন্ধ্যায় উপদেষ্টারা নিশ্চিত করেছেন। রাজধানীর এনইসি কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এক আকস্মিক ও রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর এই ঘোষণা আসে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামরিক চাপের মুখে ইউনুসের পদত্যাগের গুঞ্জনের মধ্যেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, "প্রধান উপদেষ্টা আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি পদত্যাগের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। অন্য উপদেষ্টারাও তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।"

এর আগে দিনের শুরুতে ইসিএনইসি বৈঠকের পর হঠাৎ ডাকা হয় এই রুদ্ধদ্বার বৈঠক, যা সরকারের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন মোকাবিলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে ধরা হচ্ছে।

জাতীয় প্রেস সংস্থা ইউএনবি জানায়, ইউনুস শনিবার রাতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। বিএনপির এক মুখপাত্র বলেন, "চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।"

এর আগে ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি)-এর নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ইউনুস ব্যক্তিগতভাবে পদত্যাগের চিন্তা করছেন বলে জানান। এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে উদ্ধৃত করে বিবিসি বাংলা জানায়, "তিনি বলেছেন, তিনি ভাবছেন। তিনি মনে করছেন পরিস্থিতি এমন যে, তিনি কাজ করতে পারছেন না।"

বিএনপির শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ ও আবদুল মঈন খান প্রকাশ্যে ইউনুসকে পদত্যাগ না করার আহ্বান জানান। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "ডিসেম্বারের মধ্যে নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না করা হলে, আমরা তার প্রশাসনের প্রতি সমর্থন পুনর্বিবেচনা করব।"

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও একই সময়ে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি তোলে। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান ইউনুসের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং মিয়ানমার সংলগ্ন প্রস্তাবিত মানবিক করিডোর নিয়ে আপত্তি জানান। পরে এক সেনা বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, সেনাবাহিনীর মতামত ছাড়াই কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

গত আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে মুহাম্মদ ইউনুস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একসময়ের নির্বাসিত ইউনুস, ছাত্র সংগঠন 'স্টুডেন্টস এগেইনস্ট ডিসক্রিমিনেশন (এসএডি)'—এর সমর্থনে ক্ষমতায় ফেরেন। এই সংগঠনের অনেকেই এখন এনসিপির নেতৃত্বে রয়েছেন।

বর্তমানে বিএনপি ও এনসিপির মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন আরও প্রকট হয়েছে। বিএনপি চায় ছাত্রনেতাদের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে, অন্যদিকে এনসিপি দুই উপদেষ্টার বিরুদ্ধে বিএনপি পক্ষপাতের অভিযোগ এনেছে। জামায়াতে ইসলাম, যারা সম্প্রতি বিএনপি থেকে এনসিপির দিকে ঝুঁকেছে, তারা নির্বাচন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কার দাবি করেছে।

এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও উপদেষ্টা সাইদা রিজওয়ানা হাসান স্পষ্ট করে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ কেবল নির্বাচন নয়। "আমাদের তিনটি প্রধান দায়িত্ব: সংস্কার, বিচার এবং নির্বাচন। আমরা শুধু নির্বাচন দেওয়ার জন্য আসিনি," তিনি বলেন। প্রতীক্ষায় থাকা ১৭ কোটি বাংলাদেশির চোখ এখন ইউনুস সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। তবে আপাতত স্পষ্টমুহাম্মদ ইউনুস তার পদে থাকছেন।

৫,৭১২ কোটি টাকার জিএসটি নোটিশে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ, ফার্স গেমসকে স্বস্তি দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: ফিনটেক সংস্থা ও পেটিএম ব্র্যান্ডের মালিকানাধীন ওয়ান৯৭ কমিউনিকেশনস-এর বাস্তব অর্থ নির্ভর গেমিং প্ল্যাটফর্ম ফার্স গেমস-কে জিএসটি গোয়েন্দা অধিদফতরের পাঠানো ৫,৭১২ কোটি টাকার নোটিশের উপর সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে। শনিবার এক নিয়ন্ত্রক ফাইলিং-এ এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এপ্রিলে দিল্লির ডিরেক্টরেট জেনারেল অব জিএসটি ইন্টেলিজেন্স ফার্স গেমস-কে একটি শোকজ নোটিশ পাঠায়। ওয়ান৯৭ কমিউনিকেশনস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আমরা জানাচ্ছি যে, ফার্স গেমস ২৪ মে, ২০২৫ সকাল ১০:৪৪-এ আমাদের অবহিত করেছে যে, ফার্স গেমস যে রিট পিটিশন দায়ের করেছে সেই প্রেক্ষিতে ২৩ মে, ২০২৫ তারিখে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট উক্ত শোকজ নোটিশের কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ প্রদান করেছে।"

ওয়ান৯৭ কমিউনিকেশনস আরও জানিয়েছে, এই কর সংক্রান্ত বিষয়টিশুধু ফার্স গেমসের নয়, বরং সমগ্র রিয়েল মানি গেমিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রযোজ্য একটি শিল্পভিত্তিক সমস্যা। বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

এই স্থগিতাদেশে ফার্স গেমস সাময়িক স্বস্তি পেলেও, পুরো অনলাইন গেমিং শিল্প এখন নজর রাখছে শীর্ষ আদালতের পরবর্তী রায়ের দিকে।

"আমাদের বিভক্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে" পুঞ্চ সফরে শহিদ পরিবারদের পাশে রাহুল গান্ধী, একতা-সম্প্রীতির বার্তা দিলেন

পুঞ্চ/নয়াদিল্লি, ২৫ মে: কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ও সংসদের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় সীমান্ত পারের গুলিবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করেন। সীমান্ত সংলগ্ন এই এলাকায় পাকিস্তানের হামলায় নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি।

রাহুল বলেন, "টুটে ঘর, ছড়ানো জিনিসপত্র, ভেজা চোখ আর প্রতিটি কোণে আপনজন হারানোর বেদনাদায়ক কাহিনি এই দেশপ্রেমিক পরিবারগুলো বারবার যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বোঝা সাহস ও মর্যাদার সঙ্গে বহন করে। তাদের সাহসকে কুর্নিশ।"

রাহুল গান্ধী তার সফরের সময় স্থানীয় একটি মন্দির, গুরদোয়ারা ও মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন, যেগুলি পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ লেখেন:"আজ, পুঞ্চে পাকিস্তানি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মন্দির, গুরদোয়ারা ও মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম।এখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে থাকেন, একসঙ্গে দুঃখ ভাগ করেন। এটাই পুঞ্চ, এটাই হিন্দুস্তান — যেখানে সম্প্রীতি আছে, ঐক্য আছে, দেশপ্রেম আছে। আমাদের বিভক্ত করতে চাওয়া শক্তিগুলো কখনো সফল হবে না।"রাহুল একটি স্থানীয় স্কুলে যান এবং গুলিবর্ষণে প্রভাবিত শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং বলেন, "ভয় পেও না, মানুষের সঙ্গে কথা বলো, খেলাধুলো করো, আর স্কুলে অনেক বন্ধু তৈরি করো।"রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সফরে ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কাররা, প্রাক্তন মন্ত্রী গুলাম আহমদ মীর, মুখপাত্র রবীন্দ্র শর্মা, প্রদেশ ইনচার্জ ড. নাসির হুসেইন, এবং রাজৌরি বিধানসভা থেকে বিধায়ক ইফতিখার আহমদ। দলটি সীমান্তবর্তী গ্রাম ও স্কুলগুলির পরিদর্শন করে যেগুলি অপারেশন 'সিন্দুর'-এর পর পাকিস্তানের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এটি ছিল এক মাসের মধ্যে রাহুল গান্ধীর দ্বিতীয় কাশ্মীর সফর। এর আগে ২২ এপ্রিল তিনি পহেলগাম গিয়েছিলেন, যেখানে জঙ্গি হামলায় ২৫ জন পর্যটক ও একজন স্থানীয় নাগরিক নিহত হন। সেই ঘটনার পর ভারত সরকার 'অপারেশন সিন্দুর' শুরু করে। জবাবে পাকিস্তান সীমান্তে গোলাবর্ষণ শুরু করে।

রাহুল গান্ধী সফরের সময় ১২ বছর বয়সী যমজ শিশু জোয়া ও জেনের পরিবারে যান, যারা গুলিবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছে। তিনি তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বলেন, "এই ক্ষয়ক্ষতি কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তবে আমরা আপনাদের পাশে আছি।" রাহুলের সফর একদিকে যেমন সীমান্তের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে, তেমনি সম্প্রীতি, ঐক্য ও মানবিকতার বার্তা দিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

নীতিনির্ধারণী পরিষদের সভায় মমতা থাকলেন না, কারণ প্রকাশ্যে এল: বিজেপি আক্রমণ শানালো

কলকাতা/নয়াদিল্লি, ২৪ মে: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের সভায় অংশ নেননি, যা রাজ্যের রাজনীতিতে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে মমতার অনুপস্থিতির কারণ জানানো হয়নি, তৃণমূল কংগ্রেস সূত্র থেকে জানা গেছে, আগের সভায় মমতার বক্তব্যের মাঝপথে মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি এবার অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

গত বছর নীতি কমিশনের সভায় মমতা অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু তার ভাষণের সময় মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। সেই ঘটনার জেরে তিনি সভা ত্যাগ করেছিলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীদের সভায় মমতা থাকেননি।

ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সভায় অংশগ্রহণকারী মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করেন। তিনি স্পষ্ট করেন, "যখন রাজ্য উন্নত হবে, তখনই দেশও উন্নত হবে।"

মমতা এবারের নীতি কমিশনের সভায় অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, আগের সভায় তার ভাষণ চলাকালীন মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেছেন, তাকে ও পশ্চিমবঙ্গকে অবহেলা করা হয়েছে এবং কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ২৭ জুলাই নীতি কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে দশটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অংশগ্রহণ করেনি।

নীতিনির্ধারণী পরিষদের সভায় মমতার অনুপস্থিতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি মুখপাত্র শমিক ভট্টাচার্য বলেন, "গতবার মমতা অভিযোগ করেছিলেন যে তার বক্তব্যের সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য নীতি তৈরি করছে। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যেই পিছিয়ে রয়েছে এবং এখানে বহু কর্মী অন্যান্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে।"

মমতার অনুপস্থিতিকে নীতি কমিশনের সভায় তৃণমূলের নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "নীতিনির্ধারণী পরিষদের সভায় সব মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সম্মান থাকা উচিত। কিন্তু গতবার মাইক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত অসম্মানজনক ছিল। এমন পরিস্থিতিতে সভায় যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কোথায় আমরা বাংলার কথা বলতে পারবো? মমতা বাংলার অবহেলার অভিযোগ তুলে ধরছেন। এমন একটি সভায় যাওয়া যেখানে তাকে অসম্মানিত করা হবে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।"

মমতার এই সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ-ভারত কেন্দ্রীয় সম্পর্কের এক নতুন দিক তুলে ধরেছে এবং আগামীদিনে

নীতি আয়োগ বৈঠক নিয়ে বিতর্কে উত্তাল তামিলনাড়ু, 'আমরা মোদি বা ইডি-কে ভয় পাই না': উদয়নিধি স্টালিন

চেন্নাই, ২৪ মে : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশগ্রহণ নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্টালিন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, 'ডিএমকে কখনওই ইডি বা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভয়ে কাজ করে না।'

শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উদয়নিধি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য হল তামিলনাড়ুর প্রাপ্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, "তিনি রাজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থের দাবি জানাতেই গেছেন। বিরোধীরা বরাবরের মতো বিষয়টি রাজনীতিকরণ করছে।"

এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এআইএডিএমকে নেতা এডাপ্পাড়ি কে পালানিস্বামী সম্প্রতি দাবি করেন, গত তিন বছর ধরে নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করে ডিএমকে সরকার রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সাহায্য হাতছাড়া করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, এবার কেন্দ্রীয় সংস্থা, বিশেষত টিএএসএমএসি কাণ্ডে ইডির সাম্প্রতিক তৎপরতার জেরে আতঙ্কেই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে উদয়নিধি পাল্টা বলেন, "আমরা ইডিকে ভয় পাই না। আগেও বলেছি শুধু ইডি নয়, প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও আমরা ভয় করি না।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের দল কোনও ভীতিপ্রদর্শনে মাথা নোয়ায় না। আমাদের দল কালাইঞ্জার (এম. করুণানিধি)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পেরিয়ারের আদর্শে গড়ে উঠেছে। যারা দোষী, তাদেরই ভয় পাওয়ার কারণ আছে। আমরা আইনত সমস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করব।"

উল্লেখ্য, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের এই বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে নীতিগত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের উপস্থিতি নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা, যার কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকাও।

আসাম-অরুণাচল সীমান্ত থেকে নিষিদ্ধ উলফা(আই)-এর 'অপারেশনাল কমান্ডার' রূপম অসম গ্রেপ্তার

গুয়াহাটি, ২৪ মে : আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের সীমানা ঘেঁষা জঙ্গল থেকে নিষিদ্ধ উলফা (স্বাধীন) বা উলফা(আই)-এর 'অপারেশনাল কমান্ডার' রূপম অসমকে গ্রেপ্তার করল আসাম পুলিশ। শুক্রবার, ২৪ মে রাতে আসাম পুলিশ, আসাম রাইফেলস এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী -এর যৌথ অভিযানে তাকে ধরা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, রূপম অসম দীর্ঘদিন ধরে আসামের বিভিন্ন জেলায় উলফা(আই)-এর হয়ে চাঁদাবাজির র‍্যাকেট চালাচ্ছিল এবং পূর্ব আসামে সংগঠনটির গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত।

সম্প্রতি জন্ম নেওয়া ৭ দিনের শিশুর জিবি হাসপাতালে সফল জটিল অস্ত্রপচারের মধ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়।

ব্রহ্মপুত্রর গর্জন আকাশে উঠল — ব্রহ্মোস মিসাইলের প্রতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দেশপ্রেমিক শ্রদ্ধার্ঘ্য

গৌহাটি, ২৪ মে: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি তাঁর সরকারি ”এক্স” হ্যান্ডেলে ব্রহ্মোস মিসাইলের প্রতি এক আবেগঘন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। 'যখন ব্রহ্মপুত্র আকাশে উড়ল: ব্রহ্মোস এক জাতির শক্তির প্রতীক' শিরোনামে পোস্টটিতে মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মোস মিসাইলের ঐতিহ্য, গতি, নির্ভুলতা এবং তার পেছনের ভারত-রাশিয়া সহযোগিতার ব্যাখ্যা দেন। তিনি লেখেন, “ব্রহ্মোস নামটা কেবল কিছু অক্ষরের সংমিশ্রণ নয়এটা পরিচয়ের, ইতিহাসের ও শক্তির সংমিশ্রণ। 'ব্রহ্মপুত্র'অসমের গর্জনরত নদী, আর 'মস্কভা'রাশিয়ার হৃদয়; এই দুইয়ের মিলনে জন্ম এই অতিস্পষ্ট সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের।”

স্মরণ করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালামের সঙ্গে একটি আলোচনার কথা, যেখানে ব্রহ্মোস নামের পিছনের গভীর অর্থ উঠে আসে। তাঁর মতে, ব্রহ্মোস মিসাইল শুধু প্রযুক্তির নয়, ভারতের প্রাকৃতিক শক্তিরও প্রতীক।

হিমন্ত বলেন, “এই মিসাইল হল ভারতের আগুনে খোদাই করা বার্তা। এর গতি, নির্ভুল লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা এবং বহুমাত্রিক প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারযোগ্যতা আমাদের গর্বের বিষয়। আর এর নাম — ব্রহ্মপুত্র — এখন বিশ্বজুড়ে উচ্চারিত হয়, এক শক্তির প্রতীক হিসেবে।”

অপারেশন 'সিন্দুর'-এর সময় ব্রহ্মোসের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, “এটা শুধু একটা মিসাইল নয়, এটা চলমান ব্রহ্মপুত্র। যখন শত্রু 'ব্রহ্মোস' শব্দটি শোনে, তারা ব্রহ্মপুত্রের গর্জন ও এক অবিচল জাতির দৃঢ় সংকল্প শুনতে পায়।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমাদের অসমবাসীর জন্য এটা এক গর্বের বিষয় যে, আমাদের নদীর নাম আজ বিশ্বের দ্রুততম সুপারসনিক মিসাইলের অংশ। এই নাম আমাদের মাটি থেকে উঠে এসে সীমান্ত পার হয়ে বিশ্বের সামনে ভারতের সংকল্প ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।”

তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির লক্ষ্যে ভারত : নীতি আয়োগের বৈঠকে ”ভিশন ডকুমেন্ট” তৈরির আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

দিল্লি, ২৪ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে শনিবার অনুষ্ঠিত হল নীতি আয়োগের ১০ম গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠক, যেখানে অংশগ্রহণ করে ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের উন্নয়নের গতি এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা।

বৈঠকের পর নীতি আয়োগের সিইও বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম জানান, এই বৈঠকে সর্বাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল উপস্থিত ছিল। তবে কর্ণাটক, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পুদুচেরি এই বৈঠকে অংশ নেয়নি।

তিনি জানান, ভারতের অর্থনীতি ইতিমধ্যেই চার ট্রিলিয়ন ডলারের সীমা পেরিয়েছে এবং জাপানকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার মতে, যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলতে থাকে, তাহলে আগামী ২.৫ থেকে ৩ বছরের মধ্যেই ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে সমস্ত রাজ্যকে নিজেদের 'ভিশন ডকুমেন্ট' প্রস্তুত করার আহ্বান জানান, যা জাতীয় স্তরের বৃহৎ পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তিনি জানান, এর মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও গুজরাট সহ ১৭টি রাজ্য নিজেদের ভিশন প্রকাশ করেছে বা করতে চলেছে।

বৈঠকে দুইটি মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল ”বিকাশশীল ভারত” গড়তে ”বিকাশশীল রাজ্য” গড়ে তোলা এবং অপারেশন সিন্ধুর সফল বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রশংসা।

অপারেশন সিন্ধুর সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের সহমতের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র সেনার শক্তির প্রতিফলন নয়, এটি সমাজের একত্রিত শক্তিরও প্রমাণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাস্থ্য কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, খোয়াই হাসপাতালে

আগরতলা, ২৪ মে : অসুস্থ স্ত্রীকে দেখাতে এসে খোয়াই জেলা হাসপাতালে দুর্ব্যবহারের শিকার হলো এক যুবক। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন রোগীর পরিজন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে দুর্গানগর এলাকার কমল কান্তি দেব তার স্ত্রী এবং বাচ্চাকে নিয়ে স্ত্রীকে দেখাতে আসে ডাক্তার। কিন্তু ইমারজেন্সি বিভাগে আসলেই হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী সমরেশ দেববর্মা ওই যুবকের স্ত্রীকে এখানে দেখানো যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। এ সময় অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও কিছুই বলেনি। গোটা ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে সাংবাদিকদের জানায় সেই দূর ব্যবহারের স্বীকার হওয়া যুবক।।

নাগাল্যান্ডে ১৪ কেজিরও বেশি সন্দেহভাজন আফিমসহ পাঞ্জাবের ব্যক্তি গ্রেপ্তার

কোহিমা, ২৪ মে: নাগাল্যান্ডের কোহিমা জেলার সেচু জুবজা এলাকায় একটি নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী ১৪ কেজিরও বেশি পরিমাণ সন্দেহভাজন আফিমসহ পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

সিআরপিএফ এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে মণিপুর থেকে আসা একটি গাড়ি থেকে ১৪.৩১ কেজি সন্দেহভাজন আফিম উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য ওই ব্যক্তির লাগেজ থেকে পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে এবং উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য স্থানীয় থানার হেফাজতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় একটি তদন্ত শুরু হয়েছে এবং মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে কোনও বৃহত্তর সংযোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নাগাল্যান্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে মাদক পাচারের প্রবণতা রুখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সক্রিয়ভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

লিয়াগো গ্রামে অরুণাচলের প্রথম এফডিআর রাস্তার প্রকল্পের উদ্বোধন

তেজু, ২৪ মে : অরুণাচল প্রদেশ আজ গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করল। প্রদেশের লিয়াগো গ্রামে প্রথমবারের মতো “ফুল ডেপ রিক্লেমেশন” প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি “প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা” -র আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উদ্যোগটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের গ্রাম্য কর্ম বিভাগের মন্ত্রী তথা শিক্ষা ও পর্যটন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাসাং দর্জি সোনা। তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামসাই-এর বিধায়ক চাউ জিংনু নামচুম এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপদেষ্টা তথা তেজু-সানপুরা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ মহেশ চাই।

মন্ত্রী সোনা এই প্রকল্পকে 'গ্রামোন্নয়নের নতুন দিগন্ত' বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি উন্নয়নমুখী পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে প্রত্যেক গ্রাম ও জনগোষ্ঠী সমানভাবে উপকৃত হবে।”

উল্লেখযোগ্যভাবে, এফডিআর একটি উন্নত নির্মাণপ্রযুক্তি, যার মাধ্যমে পুরোনো রাস্তার উপাদান পুনঃব্যবহার করে শক্তিশালী এবং টেকসই বেস লেয়ার তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিটি খরচসাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব, কারণ এতে নতুন কাঁচামালের প্রয়োজন কমে যায় এবং নির্মাণবর্জ্যও হ্রাস পায়।

এই প্রকল্পের ফলে অরুণাচলের প্রত্যন্ত ও অবহেলিত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ হবে এবং সমগ্র রাজ্যের টেকসই উন্নয়নে এই উদ্যোগ এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সিকিম সফরের প্রস্তুতিতে বিজেপির বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর আগমন ঘিরে জোর প্রস্তুতি

সিংতম, ২৪ মে ২০২৫: আগামী ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিকিম সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক বৈঠক করেছে। সিংতমে অবস্থিত বিজেপির রাজ্য সদর দফতরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি ডি আর থাপা সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ও কার্যনির্বাহী সদস্যরা।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে সিকিমে এক জাঁকজমকপূর্ণ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁর সফরকে সফল করে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডি আর থাপা এই সফরকে “গর্বের মুহূর্ত” বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এই সফর প্রমাণ করে যে কেন্দ্র সরকার সিকিমের উন্নয়ন ও কল্যাণের বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দেয়।'

বৈঠকে দলীয় কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা হয় বিভিন্ন পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে। এর মধ্যে ছিল ইভেন্ট প্রোটোকল ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়, সংবাদমাধ্যমে প্রচার, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এবং জনসংযোগ বৃদ্ধি।

বিজেপি নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীকে সিকিম সফরের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান এবং বলেন, এই সফর “বিকসিত ভারত” ও “বিকসিত সিকিম” গঠনের লক্ষ্যকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। থাপা সকলকে আহ্বান জানান সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে এই সফরকে স্মরণীয় করে তুলতে।

এদিন পরে ডি আর থাপা সিংতম বাজারে চলমান 'সেবা ও সম্পর্ক অভিযান'-এও অংশগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল নেওয়ার আহ্বান জানান। থাপা বলেন, 'এই প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যই তৈরি হয়েছে এবং সিকিমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।'

শুভমান গিল ভারতের ৩৭তম টেস্ট অধিনায়ক, ইংল্যান্ড সফরের জন্য ঋষভ পন্ত সহ-অধিনায়ক নিযুক্ত

মুম্বই, ২৪ মে: ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শুভমান গিলকে নিযুক্ত করা হয়েছে। শনিবার মুম্বইয়ে সিনিয়র নির্বাচন কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় বিসিসিআই। আগামী ২০ জুন থেকে শুরু হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ঘোষিত ১৮ সদস্যের দলে ঋষভ পন্তকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে। ২৫ বছর বয়সে ভারতের ৩৭তম টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে গিল এখন সাম্প্রতিক কালের অন্যতম কনিষ্ঠ অধিনায়ক। রোহিত শর্মার অবসর নেওয়ার পর, গিলের হাতে টেস্ট দলের ভার তুলে দেওয়া হলো। রোহিতের অনুপস্থিতিতে তিনটি টেস্টে অধিনায়কত্ব করা যশপ্রীত বুমরাহর পরিবর্তে গিলকে বেছে নিয়েছে নির্বাচকরা। গিল এখনো পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন। তবে তিনি ২০২৪ সালে জিম্বাবুয়ে সফরে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন

মণিপুরে ড্রাগ বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য, উগ্রপন্থীসহ ৩ জন গ্রেফতার

ইম্ফল, ২৪ মে ২০২৫: মণিপুর রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক অভিযান চলাকালীন ২২ ও ২৩ মে তারিখে ড্রাগ পাচার ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার ও একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে একজন নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠনের সক্রিয় সদস্যও রয়েছেন।

২৩ মে চুরাচাঁদপুর জেলার চিগেনভুং (৪৬) নামে এক মহিলাকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে ২৫টি সাবানের প্যাকেটে রাখা ২৮৯ গ্রাম সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার, নগদ ৮ লক্ষ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

তার আগে, ২২ মে চুরাচাঁদপুর থানার অন্তর্গত মংকট খোপি গ্রাম থেকে ডাউখোলেট হাংহাল (৫২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে প্রায় ৮৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার (মূল্য প্রায় ১.৭৪ কোটি টাকা), ২৬০ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন (মূল্য প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা), নগদ ২৯.৫ লক্ষ টাকা, দুইটি বাওফেং রেডিও সেট, একটি মোবাইল ফোন ও আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়।

এছাড়াও, কামজং জেলার তারেট নদীর কাছে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন প্রিপাক -এর সক্রিয় সদস্য ইম্ফল পশ্চিম জেলার ২১ বছর বয়সী জেমসন এনগানবাম-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল ও ছয়টি তাজা গুলি উদ্ধার হয়েছে।

এক পৃথক অভিযানে পুলিশের পক্ষ থেকে ৯টি গাড়ি থেকে টিন্টেড গ্লাস সরিয়ে ফেলা হয়।

রাজ্যের স্পর্শকাতর পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলে নিরাপত্তা রক্ষীদের পক্ষ থেকে তল্লাশি ও এলাকাভিত্তিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে।

এছাড়া, এনএইচ-৩৭ জাতীয় সড়ক ধরে প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত ১৯৭টি গাড়ির চলাচল কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়, স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে কনভয় মোতায়েন করে।

রাজ্যজুড়ে মোট ১১২টি চেকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নিয়মিত তল্লাশির সময় ১১ জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রয়াত নারী নেত্রী গৌরী

● আটের পাতার পর

প্রতিকৃতিতে একে একে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত সকলে। এদিনকার এই স্মরণ সভাতে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতৃত্ব অঘোর দেববর্মা, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, পদ্ম কুমার দেববর্মা ও প্রয়াত গৌরী পালের স্বামী অজয় ঘোষ।

স্মরণ সভাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন গৌরীপাল একজন লড়াকু নেত্রী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে পার্টির কাজ করে গেছেন। তার অকাল প্রয়াণ পার্টির অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন মানিক সরকার। এদিনের এই স্মরন সভাকে ঘিরে টিজিটিএ হল ভর্তি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

আইপিএফটি”র রাজ্য সম্মেলন

● আটের পাতার পর

কুমার রিয়াং বলেন, চলতি বছরের প্রথম আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আইপিএফটি”র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছরই আইপিএফটি”র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আজকের সম্মলনে আগামী দিনে দলের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিগত দিনে দলের বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২টি ছিনতাই কাণ্ডে আগ্নেয়াস্ত্র

● প্রথম পাতার পর

মূল অভিযুক্ত হলেন সমরদ্বীপ বর্ধন ওরফে সাগর। তাঁর বাড়ি মধুপুর আদিবাসী কলোনি এলাকায়, কৌশিক দেবনাথ বাড়ি বিশালগড় জাঙ্গালিয়া, অর্পণ সরকার, আকাশ দে, সাগর নম:, রাজকুমার সাহা বাড়ি বিশালগড় জাঙ্গালিয়া। বিশালগড় থানায় মামলার নাম্বার ৩৬/২০২৫ বিএলজি এবংক্কন্ত্রও ৩৭/২০২৫ বিএলজি। এই সম্পূর্ণ গ্যাংকে সম্পূর্ণ চালাকি দক্ষতার সহিত জালে তুলতে সফল হয়েছে বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন, সেকেন্ড ওসি কপিল পাল সহ পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা।

আবারো উত্তর জেলায়

● প্রথম পাতার পর

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার পূর্ব ফুলবাড়ির ঘটনা রেশ কাটতে না কাটতেই ফের শনিবার গভীর রাতে ডাকাত দল হানা দিল কদমতলা থানার পশ্চিম ইচাইলালছড়া পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ড এলাকার আশুতোষ নাথের বাড়িতে। এদিন বাড়ির লোকজনদের হাতে পায়ে ও মুখে বেধে এবং গৃহকর্তার মাথায় বন্দুক ও গলায় ছুরি ঠেকিয়ে নগদ ৩৩,২০০ টাকা সহ ২টি মোবাইল ফোন এবং তিন ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায় ডাকাত দল। যদিও এই মর্মে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। তবে বিগত কয়েকদিন ধরে চুড়াইবাড়ি এবং কদমতলা থানা এলাকায় ডাকাতি কাণ্ডের ঘটনা বৃদ্ধিতে জনমানে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সাত সকালে যুবকের ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর

নিখিলেশ দত্ত এবং স্থানীয় সাংবাদিকরা। পুলিশ, সমাজসেবক শিবেন্দ্র দাস,স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সহযোগিতায় মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় মোহনপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তদন্তের জন্য। এই ঘটনা নিয়ে সমাজসেবক শিবেন্দ্র দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার মৃত যুবকের পিতাও একই ভাবে মারা গিয়েছিল।মা মানসিক ভারসাম্যহীন। এমতাবস্থায় আজ সেও মারা যায়।

চল্লিশ বছরেও দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হচ্ছে। শহরের প্রায় প্রতিটি ড্রেন জঞ্জাল, প্লাস্টিক ও আবর্জনায় ঠাসা। অথচ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারাতাঁদের কার্যত নিষ্ক্রিয় বলেই অভিযোগ। শহরের রাস্তাঘাট, অলিগলি জঙ্গলে ভর্তি, আবর্জনায় ছেয়ে গেছে। দুর্গাপূজার সময়ে কিছুদিন টুয়েপের কাজ চললেও, বিগত নয় মাস ধরে সেই কাজও বন্ধ।

এদিকে পানীয় জলের সমস্যাও চরমে। জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় যে কাজ শুরু হয়েছিল, তা এখন পাঁচ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে দুইজন ইঞ্জিনিয়ার বরখাস্ত হয়েছেন। ফলে বর্ষায় একদিকে জলজট, অন্যদিকে পানীয় জলের হাহাকারদু'দিকেই নাজেহাল কুমারঘাট পৌরবাসী।

পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্তদের গা-ছাড়া মনোভাব ও ন্যূনতম পরিকল্পনার অভাবই বারবার সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে নাগরিক সমাজের তরফে। এখন দেখার, চিরচেনা এই সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রশাসন কতটা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

দ্বারিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঈর্ষণীয় ফলে উজ্জ্বল লাবণ্য

● প্রথম পাতার পর

সহ একশ শতাংশ পাশের নজির তৈরি হওয়ায় এলাকা জুড়ে খুশির আবহ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দিনমজুর পিতা-মাতার কন্যা লাবণ্য আগামী দিনে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে বলে খবর। লাবণ্য, অর্পিতা সহ গোটা দ্বারিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আঠারো জন পরীক্ষার্থীর ইতিবাচক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে খুশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে এই প্রবণতা।

উন্নত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে

● প্রথম পাতার পর

বলেন, রাজ্যের প্রগতিশীল নীতি, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ কার্যকর করতে গিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও এগুলি সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা কল্যাণ, ইকো ট্যুরিজম, তথ্য প্রযুক্তি, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, স্থিতিশীল কৃষি, সমৃদ্ধি ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং খেলাধুলার উপর জোর দিয়ে ২০৪৭সালের মধ্যে মাথা পিছু আয় ২৩০০ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ২৩০০০ মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, মুখ্যসচিবদের মুখ্যসচিবদের চতুর্থ জাতীয় কনফারেন্সের আলোচনার নিরিখে ৩টি প্রধান স্তম্ভ এবং ৬টি উপবিষয়ের উপর জেলাভিত্তিক সচেতনতা সভা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মতো ত্রিস্তরীয় শহরে উৎপাদন ও পরিষেবা খাতকে ত্বরান্বিত করার জন্য ২০টি শিল্পাঞ্চলে শিল্প পরিকাঠামো তৈরী করা হচ্ছে। উৎপাদন এবং পরিষেবা খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি ২০২৪ চালু করা হয়েছে। বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান ২০২৪ অনুযায়ী ৩৮৭টি ব্যবসা সংস্কারের সবকয়টি বাস্তবায়ণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা জনবিশ্বাস অ্যাক্ট ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সচিবালয়ের অধীনে গঠিত ডিরেগুলেশান টাস্কফোর্সের দিক নির্দেশনায় রাজ্য আইন, স্থানীয় সংস্কার, শিল্পনিগম এবং ইউটিলিটি প্রদানকারী সংস্থাগুলির মধ্যে নিয়ম মানার বোঝা হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে রাবার, বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ডেটা সেন্টার, আতিথেয়তা, ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যহারে বিনিয়োগ হচ্ছে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ৮৬, ১১৭টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) রয়েছে। রাজ্যে ৬০,৩১৮টি শক্তিশালী স্বসহায়ক গোষ্ঠী রয়েছে, যেগুলির সঙ্গে ৫,৪৯,৫৫৯ জন সদস্য এবং ৯৪,৭২৩ জন লাখপতি দিদি রয়েছেন। স্বসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের উদ্যোগপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বাঁশ, আগর কাঠ, রাবার, মশলা, ডেয়ারি, অ্যাকোয়া কালচার এবং ইকো ট্যুরিজম খাতে সম্ভাবনা উন্মোচনের মাধ্যমে গ্রামীণ অ-কৃষি কর্মসংস্থানের দৃশ্যপট পরিবর্তনের জন্য কাজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে আমরা নীতি আয়োগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহায়তা চাইছি। তিনি বলেন, পিএম বিশ্বকর্মা, পিএম স্বনিধি এবং প্রধানমন্ত্রী মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ ফর্মালাইজেশন স্কিমের (পিএমএফএমই) সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহুরে দক্ষতা উন্নয়ন ও এমএসএমই বিকাশে রাজ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে একটি শক্তিশালী কৌশলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি অর্জন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল সহজ জমি বরাদ্দ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌর শক্তি প্রকল্পের প্রচার করা, ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং এবং আবাসিক সরকারি ও বাণিজ্যিক খাতে রুফটপ সোলারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বায়োএনার্জির জন্য আমরা বাঁশ ও বনজ বায়োমাসের মতো স্থানীয় শক্তিকে কাজে লাগাতে চাই। নবায়নযোগ্য শক্তির লক্ষ্যে পৌছাতে ৮০০ মেগাওয়াট পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুব সমাজ এবং মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সার্বজনীন সরকারের ও সমাজের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি রাজ্য নির্দিষ্ট সবুজ অর্থনীতি নীতিমালা গঠন করতে চাই। একটি শক্তিশালী গ্রীণ স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমও তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে ইঞ্জিনীয়ারিং, মেডিক্যাল, ফার্মেসি, নার্সিং ও ভোকেশনাল শিক্ষার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার সাধারণ এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ইনকিউবেশান সেন্টার স্থাপন করেছে যাতে যুব সমাজ তাদের ভাবনাকে স্টার্টআপ এবং উদ্যোগে রূপান্তর করতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাকুরি প্রার্থী নয় বরং চাকুরি সৃষ্টিকারী তৈরি করতে মনযোগ দিচ্ছি। পর্যটন, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুবসমাজকে সুযোগ ও পথপ্রদর্শন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৩ বছরে রাজ্যের ১৫ শতাংশের বেশি জিডিপি”র বৃদ্ধির হার আমাদের যাত্রা যে ইতিবাচক ভাবেই শুরু হয়েছে তা প্রমাণ করে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাঁর বক্তব্যে অপারেশন সিন্দুরের সফল বাস্তবায়ণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সশস্ত্রবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অপারেশন সিন্দুর আমাদের শক্তি, ঐক্য এবং দেশ রক্ষার সম্মিলিত ঐক্যের প্রতীক। এই অভিযানের সাফল্য জাতীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শনে একটি দৃঢ় বার্তা প্রদান করছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের উপরাজাপাল, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ, নীতিআয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ অংশ নেন।

বিকশিত রাজ্যই

● প্রথম পাতার পর

তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে, দ্রুত নগরায়নের প্রেক্ষাপটে টায়ার-২ ও টায়ার-৩ শহরগুলোকে উন্নয়নের ইঞ্জিন হিসেবে গড়ে তুলতে ১ লক্ষ কোটি টাকার 'ড্ডন্তুথদ্র ঞ্চস্তুননত্রদ্রত্ত্ব চন্ড্রদ্রত্ম' ঘোষণার কথাও জানান। নারীশক্তিকে অর্থনৈতিক প্রবাহে সম্পৃক্ত করতে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য আইন সংস্কারের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জলসংকট ও বন্যা মোকাবিলায় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বিহারের কোসি-মোচি সংযোগ প্রকল্পের প্রশংসা করেন।

কৃষিক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী “ভিকসিত কৃষি সংকল্প অভিযান”-এর কথা ঘোষণা করেন, যার অধীনে ২,৫০০ বিজ্ঞানী গ্রামে গিয়ে বৈচিত্র্যময় ও রাসায়নিক-মুক্ত চাষ প্রসারে কাজ করবেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের জন্য তিনি টেলিমেডিসিন সম্প্রসারণ এবং কোভিড প্রস্তুতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি, 'অপারেশন সিন্দুর' যেন এককালীন উদ্যোগে সীমাবদ্ধ না থাকে, সেই আহ্বান জানিয়ে সিভিল ডিফেন্স ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ওপরও তিনি জোর দেন। সভায় অংশগ্রহণকারী মুখ্যমন্ত্রীরা অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য এবং আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা খাতের উন্নয়ন-এর প্রশংসা করেন।

রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং কৃষি, শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, পানীয় জল, সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটালাইজেশন ও নারী ক্ষমতায়ন সহ নানা ক্ষেত্রে ভিকসিত ভারত ২০৪৭ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁদের কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করেন। প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগকে অনুরোধ করেন রাজ্যগুলোর প্রস্তাবগুলো বিশ্লেষণ করে প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে। তিনি বলেন, এই দশম গভার্নিং কাউন্সিল সভা নীতি আয়োগের ১০ বছরের পথচলার একটি মাইলস্টোন এবং এটি যৌথ প্রয়াস ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের পথরেখা নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

তিনি সকল মুখ্যমন্ত্রী ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমের শক্তির মাধ্যমে ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে ভিকসিত রাজ্য ও ভিকসিত ভারত হয়ে উঠবে।

প্রেসক্লাবের স্পোর্টস ফেস্ট শুরু প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত স্পোর্টস এন্ড গেমস ফেস্ট ২০২৫ শুরু হয়েছে আজ। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের মধ্যে ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। আজ, শনিবার লুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও ক্রমান্বয়ে ফুটবল, চাইনিজ চেকার, দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন এবং সবশেষে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত লুডো প্রতিযোগিতায় বিষ্ণুপদ বণিক চ্যাম্পিয়ন এবং শিসান চক্রবর্তী রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন স্বরূপা নাহা। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বে স্বাগত ভাষণ রাখেন স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে। চেয়ারম্যান অলক ঘোষ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার, সহ-সভাপতি চিত্রা রায় প্রতীকি খেলার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। ক্লাবের পরিচালন কমিটি এবং স্পোর্টস সাব কমিটির সকল সদস্য সদস্যাবৃন্দ তথা কর্মকর্তারাও টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন। গেমস পরিচালনায় ছিলেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। উল্লেখ্য, আগামীকাল রবিবার সকালে রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সহযোগিতায় রয়েছে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন। প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই ঠিক সাড়ে ৭টার মধ্যে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে। প্রেসক্লাবে একই অনুষ্ঠানে আগামীকালের ফুটবল ম্যাচ উপলক্ষে দু”দলের খেলোয়াড়দের জার্সি উন্মোচন করা হয়।

দীর্ঘ বছর পর পশ্চিম জেলাভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা।। অনিবার্য কারণে দীর্ঘ বছর পরে এ ধরনের জেলাভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ একপ্রকার বন্ধই ছিল।

আজ শনিবার ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জেলাভিত্তিক চ্যাম্পিয়ন শিপে খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ আগামী দিনে অনেক খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ এই আশার কথাও ব্যক্ত করেন। আজ, শনিবার রাজধানীর এনএসআরসিসি-তে বক্সিং হল-এ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলাভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হযেছে জ্জ সাব জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র এই তিনটি বিভাগে বালক এবং বালিকা পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়েছে।

এই জেলা ভিত্তিক আসর থেকে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রাথমিক বাছাইপর্বও সেরে নেওয়া হয়েছে।

আজ, বেলা ১২টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী কমল দে, উত্তর ত্রিপুরা স্পোর্টসেল কনভেনের শংকর বোস, ত্রিপুরা বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌরহিত্য করেন পশ্চিম জেলা বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ।

সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়ে রাজ্য সংস্থার সচিব সমীর সাহা আগামী মাসে রাজ্য স্তরীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনে প্রত্যেকের সহযোগিতা চেয়েছেন।

অবসরের পর কি কোচ হবেন কোহলি? বিরাশ্চ-ভবিষ্যৎ গ্ধানিয়ে দিলেন শাস্ত্রী

গত বছর শ্চি-শ্চোয়েশ্চি বিশ্বকাপ গ্ধিতে কুড়ি-বিশের আন্তর্গ্ধাতিক ক্রিকেশ্চ থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিরাশ্চ কোহলি। গত সপ্তাহে আচমকা শ্চেস্শ্চ ক্রিকেশ্চ থেকেও অবসর নিয়েছেন তিনি। বাকি রয়েছে আর একশ্চি ফরম্যাশ্চ। ক্রিকেশ্চ থেকে পুরোপুরি অবসরের পর কি কোচ হবেন কোহলি? ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রবি শাস্ত্রী। কী বলেছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ?কোহলির সঙ্গে শাস্ত্রীর সম্পর্ক বেশ ভাল। ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কোহলি ভারতের অধিনায়ক থাকাকালীন বেশির ভাগ সময়েই কোচ হিসাবে পেয়েছেন শাস্ত্রীকে। তাঁদের আক্রমণাত্মক মানসিকতা সফল হয়েছিল। কোহলিকে ভাল ভাবে চেনেন শাস্ত্রী। সেই শাস্ত্রী বলেছেন, “এখনও ভারতের হয়ে ও এক দিনের ক্রিকেশ্চ খেলবে। কিন্তু আমি গ্ধানি, ক্রিকেশ্চ থেকে অবসরের পর বিরাশ্চ চুপচাপ সরে যাবে। ও এমন নয় যে কোচ হতে চাইবে বা ধারাভাষ্যকার হতে চাইবে। ক্রিকেশ্চ থেকেই সরে যাবে বিরাশ্চ।”গ্ধুন মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরে থাকবেন না কোহলি। তাঁর অভাব বোধ করবেন শাস্ত্রী। ভারতের প্রাক্তন কোচ বলেন, “ভারত যখন ইংল্যান্ডে প্রথম শ্চেস্শ্চ খেলতে নামবে তখন আমি বিরাশ্চকে মিসকরব। ও এক গ্ধন চ্যাম্পিয়ন। আমি সেশ্চাই সব সময় মনে রাখতে চাই। কোনও দিন কাউকে এক ইঞ্চি গ্ধমিও ছাড়েনি বিরাশ্চ।”২০১৪ সালে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচ শ্চেস্শ্চে মাত্র ১৩৪ রান করেছিলেন কোহলি। অথচ পরের সফরেই পাঁচ শ্চেস্শ্চে ৫৯৩ রান করেছিলেন তিনি। এগ্ধবাস্শ্চন ও শ্চ্রেন্শ্চব্রিগ্ধে শতরান করেছিলেন। যে গ্ধেমস অ্যান্ডারসন আগের বার তাঁকে সমস্যায় ফেলেছিলেন, সেই অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধে পরের বার দাপশ্চ দেখিয়েছিলেন কোহলি। সেই উদাহরণ শ্চেনে শাস্ত্রী বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, মানসিক ভাবে কতশ্চা শক্তিশালী কোহলি। নইলে ও ভাবে নিগ্ধেকে বদলে ফেলতে পারতেন না তিনি।গত ১২ মে শ্চেস্শ্চ থেকে অবসর নিয়েছিলেন কোহলি। তাঁকে নিয়ে আগেও মুখ খুলেছেন শাস্ত্রী। তবে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে গ্ধানিয়েছেন, কোহলিকে ইংল্যান্ডে শেষ বার খেলতে দেখার গ্ধন্য তিনি মুখিয়ে ছিলেন। মানসিক ক্লান্তির কারণে কোহলি সরে গিয়েছেন বলে তাঁর মত। শাস্ত্রী বলেছেন, “আমি নিশ্চিত কোহলি আরও অন্তত দু’বছর শ্চেস্শ্চ খেলতে পারত। এ বার ইংল্যান্ডে ওকে দেখার গ্ধন্য মুখিয়ে ছিলাম। ওকেই অধিনায়ক নির্বাচন করা হলে ভাল হত। তবে কখন ছাড়তে হবে সেশ্চা ঠিক করার গ্ধন্য কোহলিই আদর্শ।” শাস্ত্রী যোগ করেছেন, “হয়তো মানসিক ক্লান্তির কারণেই কোহলি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ দলের বাকি যে কোনও ক্রিকেশ্চারের থেকে ও বেশি ফিশ্চ। নিগ্ধের শরীর নিগ্ধে ভাল চেনে। মনের কথা ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না। না হলে এই সঙ্কশ্চগ্ধনক সময়ে ও শ্চেস্শ্চ খেলা ছাড়ত না।”

আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলির গ্ধন্য মুম্বইয়ে নতুন তিন বিদেশি, নীতা অম্বানীর খরচ হল ৭ কোশ্চি

আন্তর্গ্ধাতিক সূচির গ্ধন্য তিন গ্ধন বিদেশি ক্রিকেশ্চারকে আর পাবে না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলির গ্ধন্য তাঁদের বিকল্প খুঁগ্ধেনিল প্লে-অফের দৌড়ে থাকা পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নেরা। নতুন তিন বিদেশিকে নিতে ৭ কোশ্চি শ্চাকা খরচ হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্ণধার নীতা অম্বানীর।লিগ পর্যায়ে দু’শ্চি ম্যাচ বাকি রয়েছে হার্দিক পাণ্ড্যদের। প্লে-অফে উঠলে আরও অন্তত দু’শ্চি ম্যাচ খেলতে হবে তাঁদের। এই ম্যাচগুলিতে খেলতে পারবেন না দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেশ্চরক্ষক-ব্যাশ্চার রায়ান রিকেলশ্চন, গ্ধোরে বোলার করবিন বশ এবং ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার উইল গ্ধাকস। তাঁদের পরিবর্ত হিসাবে মুম্বই দলে নিয়েছে হ ৃ ং ল য া ে ড ব. উইকেশ্চরক্ষক-ব্যাশ্চার গ্ধনি বেয়ারস্শ্চো, গ্ধোরে বোলার রিচার্ড গ্লেসন এবং শ্রীলঙ্কার শ্চি-শ্চোয়েশ্চি দলের অধিনায়ক চরিথ আশালঙ্কাকে। মুম্বই কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বেশি খরচ হয়েছে বেয়ারস্শ্চোকে নিতে। তাঁর গ্ধন্য ৫ কোশ্চি ২৫ লাখ শ্চাকা খরচ করতে হচ্ছে। গ্লেসনকে দলে নেওয়া হয়েছে ১ কোশ্চি শ্চাকা দিয়ে। আশালঙ্কার গ্ধন্য খরচ হচ্ছে ৭৫ লাখ শ্চাকা। সব মিলিয়ে ৭ কোশ্চি শ্চাকা খরচ হচ্ছে মুম্বইয়ের।ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ পরিস্থিতির গ্ধন্য এক সপ্তাহের গ্ধন্য স্থগিত রাখতে হয় আইপিএল। পূর্ব নির্ধারিত ২৫ মে-র পরিবর্তে ফাইনাল হবে ৩ গ্ধুন। আইপিএলের নতুন সূচির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কিছু আন্তর্গ্ধাতিক ম্যাচ। মে-র শেষ থেকে শুরু হবে ইংল্যান্ড-ওয়েস্শ্চ ইন্ডিগ্ধের সাদা বলের সিরিগ্ধ। ৩ গ্ধুন থেকে গ্ধিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১১ গ্ধুন থেকে তারা শ্চেস্শ্চ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্শ্চ্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে। তা ছাড়া ভারত-পাকিস্তান উত্তেগ্ধনার গ্ধন্যওএই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেশ্চ বোর্ড (বিসিসিআই) সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও ক্রিকেশ্চারকে পাওয়া না গেলে, তাঁর পরিবর্ত নিতে পারবে দলগুলি। পরিবর্ত ক্রিকেশ্চার নেওয়া যাবে শুধু এ বছরের বাকি ম্যাচগুলির গ্ধন্য অস্থায়ী ভাবে। এই নিয়মের সুযোগে বেয়ারস্শ্চো, গ্লেসন এবং আশালঙ্কাকে সই করিয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কর্তৃপক্ষ।

আগুনে পুড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

হাসপাতালে ভর্তি করানো হল ব্রাজিলের প্রাক্তন ফুটবলার লুসিয়োকে। বাড়িতেই একটি দুর্ঘটনার জেরে পুড়ে গিয়েছেন তিনি। শরীরের একাধিক জায়গায় ক্ষত তৈরি হয়েছে। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকেরা কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন তাঁকে।হাসপাতালের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, লুসিয়ো এখন স্থিতিশীল রয়েছেন। জেগেও আছেন। প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসাই দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। শরীরের যে সব জায়গা পুড়ে গিয়েছে সেখানে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।লুসিয়োর স্ত্রী মারিলিয়া ফর্গিয়ারিনি ব্রাজিলের এক সংবাদপত্রে জানিয়েছেন, ব্রাসিলিয়ায় নিজের বাড়িতেই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তাঁর স্বামী।

বায়োইথানল পরিচালিত একটি জৈবিক চিমনির বিস্ফোরণের কারণে আহত হয়েছেন লুসিয়ো। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বেশ কিছু ক্ষণ জ্ঞানও ছিল না তাঁর।

২০১৯ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন লুসিয়ো। তবে মনে থাকবে ২০০২-এ ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ২০১০-এ ইন্টার মিলানকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগও জেতান। ক্লাবজীবনে বায়ার লেভারকুসেন, বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার এবং জুভেন্টাস ছাড়াও ব্রাজিলের সাও পাওলো এবং পামেইরাসের হয়ে খেলেছেন লুসিয়ো।ইন্টারে থাকার সময় দু’টি সিরি এ খেতাব, দু’টি কোপ্পা ইটালিয়া, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, সুপারকোপা ইটালিয়ানা এবং ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। বায়ার্নের হয়ে তিনটি বুন্দেশলিগা জিতেছেন। ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ ছাড়াও জিতেছেন কনফেডারেশন কাপ। ২২ বছরের ফুটবলজীবনে লুসিয়ো জিতেছেন ১৭টি ট্রফি।ভারতে এসে আইএসএলেও খেলেছেন লুসিয়ো। ২০১৫-১৬ মরসুমে গোয়ার হয়ে ১৬টি ম্যাচ খেলেছিলেন।

এখন কোচিং করালে জেলে যেতেন ফার্গুসন! দাবি ম্যাঞ্চেস্টারের প্রাক্তন ফুটবলারের, গম্ভীরও কি বার্তা পেলেন?

কোচিং করানোর সময় বেশ কড়া হিসাবেই পরিচিত ছিলেন স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন। কোনও দিন অনুশাসন, শৃঙ্খলার সঙ্গে আপস করেননি। কখনও-সখনও তা মাত্রাও ছাড়িতে যেত। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ফ্রান্স তথা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ফুটবলার প্যাট্রিস এভরা দাবি করলেন, এখন কোচিং করালে জেলে যেতে হত ফার্গুসনকে। এভরার কথা কি কোনও ভাবে প্রভাবিত করবে গৌতম গম্ভীরকেও? ভারতের কোচ এখন কড়া হাতে দলের রাশ নিয়েছেন। ফার্গুসনের মতোই তিনিও দলের খেলোয়াড়দের অনুশাসন, শৃঙ্খলা এবং দলীয় সংস্কৃতি মেনে চলার দিকে জোর দেন। অনেকেই মনে করছেন, গম্ভীরের এই আগ্রাসন কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এমনকি ভবিষ্যতে ক্রিকেটারদের বিদ্রোহের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ম্যান ইউয়ে দীর্ঘ দিন খেলেছেন এভরা। পাঁচটি লিগ খেতাব জিতেছেন। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন। তাঁর মতে, ফার্গুসন যে ভাবে কোচিং করাতেন তা আজকালকার দিনে অচল।এভরার কথায়, “ফার্গুসন এখন কোচিং করালে হয়তো জেলে যেতে হত। যে ভাবে কাজ করতেন তাতে ওঁকে জেলে পাঠানো ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা পাওয়া যেত না। আপনারা জানেন ওঁর জন্য কত জন ফুটবলারকে চোখের সামনে কাঁদতে দেখেছি?”এভরা উল্লেখ করেছেন ফার্গুসনের বিখ্যাত ‘হেয়ারড্রায়ার ট্রিটমেন্ট’-এর কথা। অর্থাৎ হেয়ারড্রায়ার থেকে যে ভাবে জোরালো এবং শব্দ করে হাওয়া বার হয়, সে ভাবেই ফার্গুসনের মুখ থেকে ফুটবলারদের উদ্দেশে তীব্র স্বরে আওয়াজ এবং শব্দের বন্যা বেরিয়ে আসত। অনেকেই তা সহ্য করতে পারতেন না।লিভারপুলের মাঠে হওয়া একটি ম্যাচের কথা উল্লেখ করেছেন এভরা। সেই ম্যাচে লিভারপুলের জেমি ক্যারাঘারের ট্যাকলে জোরে আঘাত পেয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারের নানি। তিনি মাঠেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তাঁকেও ছাড়েননি ফার্গুসন। এভরার কথায়, “ফার্গুসন ওকে বলেছিলেন, ‘মনে হয় তোমার পা ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু ইউনাইটেডের ফুটবলারেরা কখনও অ্যানফিল্ডে (লিভারপুলের ঘরের মাঠ) এসে কাঁদে না। যদি রক্ত পড়ছে বলে তুমি কাঁদো, তা হলে তুমি শেষ। তুমি আর আমাদের অংশ নও।”গম্ভীর কোচ হয়ে আসার পর গত ছ’মাসে ভারতের তিন ক্রিকেটার অবসর নিয়েছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড যে ভাবে ফার্গুসনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল, বিসিসিআইও পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছে গম্ভীরকে। ক্রিকেটারদের একাংশের সঙ্গে গম্ভীরের সম্পর্কও ভাল নয় বলে জানা গিয়েছে। দলের বেশ কিছু ক্রিকেটারকে গম্ভীর চাইছেন না। তিনি জোর দিতে চাইছেন তরুণ প্রজন্মের উপরে। সেটা করতে গিয়ে একাংশের বিরাগভাজন হচ্ছেন।দলের মধ্যে তারকাদের সামলাতে গেলে কড়া হাতে হাল ধরতে হয়। ফার্গুসন সেটাই করেছিলেন। একই পথে হাঁটছেন গম্ভীরও। তিনিও দলে তারকাপ্রথার অবসান চান। এখন দেখার, তাঁর কোচিং জীবন ফার্গুসনের মতো সফল, অথচ বিতর্কে জীর্ণ হয় কি না।

ফ্রেন্ডসকে ইনিংস সহ হারিয়ে দুর্দান্ত জয় শতদল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে শতদল সংঘ। ইনিংস সহ ৮৪ রানের বিশাল ব্যবধানে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে শতদল সংঘের এই দারুণ জয় জেসি মেমোরিয়াল টুর্নামেন্ট ২০২২ ২৩ আসরে তাদের স্থান অনেকটা উঁচুতে তুলে দিয়েছে। তিন দিনের ম্যাচ দুদিনেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ইনিংসে শতদল সংঘের বড় স্কোর ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে। এদিকে ফ্রেন্ডসের ব্যাটার্সরা পরপর দুই ইনিংসে তেমন সুবিধা করতে পারেনি বলে শেষ পর্যন্ত ইনিংস সহ ৮৪ রানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শুক্রবার ম্যাচের প্রথম দিনে খেলার শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে শতদল সংঘ ৬৬.৪ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৪১৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৯ ওভার ব্যাট করার সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস দিলের খেলা শেষ পর্যন্ত সময়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩২.২ খেলে বাকি ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ যোগ করে মোট ১৯২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ফলোয়নে খেলতে নেমে আবারও ব্যাটার্সরা এতটাই ছন্নছাড়া খেলে। ৩৪.৪ ওভার খেলে ১৩৯ রানে দ্বিতীয় ইনিংসও গুটিয়ে নেয়। অর্থাৎ ইনিংস সহ ৮৪ রানের ব্যবধানে শতদল সংঘ দুর্দান্ত জয় পেয়ে যায়। বিজয়ী শতদল সংঘের পক্ষে পার্থ চন্দনের দুর্দান্ত ব্যাটিং তথা তিরানব্বই বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও ১২ টি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ১৩৫ রানের পাশাপাশি ৬৬ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

‘রোনাল্ডো ছিল বলেই আমি মেসি হতে পেরেছি’, সিআর৭-এর সঙ্গে তাঁর লড়াই নিয়ে মুখ খুললেন লিয়ো

ফুটবলবিশ্বকে দু’ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন লিয়োনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দীর্ঘ দিন দুই তারকা ফুটবল মাঠে মুখোমুখি না হলেও তাঁদের লড়াই নিয়ে এখনও আলোচনা চলে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডোকে নিয়ে মুখ খুললেন মেসি। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছেন লিয়ো। জানিয়েছেন, রোনাল্ডো ছিলেন বলেই তিনি মেসি হতে পেরেছেন।দুই তারকার ভক্তেরা এখনও দু’জনকে নিয়ে তর্ক জুড়লেও মেসি বা রোনাল্ডো একে অপরের বিপক্ষে কোনও দিন কিছু বলেননি। উল্টে সম্মান জানিয়েছেন। আরও এক বার সেই সম্মানের কথা শোনা গিয়েছে মেসির মুখে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “আমাদের দ্বৈরথ লড়াইয়ের থেকে কম ছিল না। তবে ফুটবলের পরিভাষায় বলতে পারি, এই লড়াই খুব সুন্দর ছিল। আমরা একে অপরকে আরও ভাল খেলতে উৎসাহিত করেছি। রোনাল্ডো ছিল বলেই আমি মেসি হতে পেরেছি। ও সব সময় জিততে চাইত। আমিও মাঠে নেমে সেই চেষ্টাই করতাম। আমাদের জন্য খুব ভাল একটা সময় ছিল। ফুটবল সমর্থকদের কাছেও সময়টা সুন্দর ছিল।”ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে তারকা হওয়ার পরে স্পেনের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন রোনাল্ডো। মেসি শুরু থেকেই ছিলেন বার্সেলোনায়। স্পেনের লিগে শুরু হয় দুই তারকার দ্বৈরথ। লা লিগা, কোপা ডেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই লড়াই।

যখনই দুই তারকা মুখোমুখি হতেন, গোটা ফুটবলবিশ্বের নজর থাকত সেই দিকে।রিয়ালের হয়ে ৪৫১ গোল করেছেন রোনাল্ডো। মেসি বার্সেলোনার হয়ে ৬৭২ গোল করেছেন।

ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে গোলের নিরিখে আবার মেসিকে টপকে গিয়েছেন রোনাল্ডো। সব মিলিয়ে ১২৭৭ ম্যাচে রোনাল্ডোর গোলের সংখ্যা ৯৩৪। আর ৬৬ গোল করলেই বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে ১০০০ গোল করবেন সিআর৭। মেসি সব মিলিয়ে ১০৯৯ ম্যাচে ৮৬০ গোল করেছেন। তবে রোনাল্ডোর (২৫৭) থেকে অ্যাসিস্ট বেশি মেসির (৩৮১)। আরও একটি ক্ষেত্রে রোনাল্ডোকে টপকেছেন মেসি। কেরিয়ারে রোনাল্ডোর ট্রফির সংখ্যা ৩৫। মেসি সেখানে কেরিয়ারে ৪৬ ট্রফি জিতেছেন। রোনাল্ডো বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও ২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ জিতেছেন মেসি।তবে এখন আর বিশ্বকাপ ছাড়া এই দুই তারকার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মেসি এখন খেলেন আমেরিকার ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। রোনাল্ডো খেলেন সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসেরে। ২০২৬ সালে আমেরিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ। সেখানে দুই তারকা খেলবেন কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। যদি তাঁরা পরের বিশ্বকাপে না খেলেন তা হলে হয়তো আর ফুটবল মাঠে তাঁদের মুখোমুখি দেখা যাবে না।

ক্রিকেটে সংঘর্ষবিরতি নেই! পাক মন্ত্রী এশিয়ার ক্রিকেটের মাথায়, প্রতিবাদে এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলল ভারত

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষবিরতি হলেও ক্রিকেটে আপাতত তা হচ্ছে না। নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে চাইছে না ভারত। আইসিসিকে তারা জানিয়েছে, কোনও প্রতিযোগিতায় দু’দেশকে এক গ্রুপে না ফেলতে। তার মধ্যেই জানা গিয়েছে, নিজেদের দেশে আয়োজিত এশিয়া কাপ থেকেও নাম তুলে নিচ্ছে ভারত। জয় শাহের পর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রীও। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত ভারত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু সরকারী ভাবে এই ঘোষণা হওয়ার অপেক্ষা।‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। শুধু পুরুষদের এশিয়া কাপ নয়, মহিলাদের এমার্জিং এশিয়া কাপ থেকেও নাম তুলে নিচ্ছে ভারত। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় পুরুষদের এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ছিল। ভারত নাম তুলে নিলে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে পড়বে।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাকিস্তান ক্রিকেটকে একঘরে করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। তিনি বলেছেন, “পাকিস্তানের এক মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট কাউন্সিলের আয়োজিত কোনও প্রতিযোগিতায় ভারত খেলবে না। এটা একটা দেশের আবেগের বিষয়। আমরা এশিয়া কাপ ও মহিলাদের এমার্জিং এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নেওয়ার বিষয় মৌখিক ভাবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে জানিয়ে দিয়েছি। ভবিষ্যতে এই সব প্রতিযোগিতায় অংশ নেব কি না তা-ও ভেবে দেখা হচ্ছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি।”

বোর্ড সূত্রে খবর, তারা ভাল ভাবেই জানে যে ভারতকে বাদ দিয়ে এশিয়া কাপ হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, এই প্রতিযোগিতার বেশির ভাগ স্পনসর ভারতের। পাশাপাশি যদি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই না হয় তা হলে সম্প্রচারকারী চ্যানেলও আগ্রহ দেখাবে না। ২০২৪ সালে আট বছরের জন্য এশিয়া কাপের সম্প্রচার স্বত্ব নিয়েছে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক।

তার জন্য ১৪৫৩ কোটি টাকা দিয়েছে তারা। ভারত না খেললে চুক্তি পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানাতে পারে তারা।গত বছর এশিয়া কাপের আয়োজনেও সমস্যা হয়েছিল। গত বছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ ছিল পাকিস্তান। ভারত জানিয়েছিল, তারা সে দেশে খেলতে যাবে না। শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা হয়েছিল।

ভারত সব ম্যাচ খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। সেখানে পাকিস্তানকে খেলতে যেতে হয়েছিল। ফাইনাল জিতেছিল ভারত। এ বার ভারতে খেলতে আসতে আপত্তি জানিয়েছিল পাকিস্তানও। ফলে তাদের সব ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল শ্রীলঙ্কায়। কিন্তু ভারতের সিদ্ধান্তের পর প্রতিযোগিতা হবে কি না তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে।

রিঙ্কুর সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দু’টি কারণ

উত্তরপ্রদেশের এক অখ্যাত জায়গা থেকে আইপিএলের মাধ্যমে উঠে এসেছেন তিনি। খেলেছেন ভারতীয় দলের হয়েও। নিজের সাফল্যের নেপথ্যে দু’টি কারণ তুলে ধরেছেন রিঙ্কু সিংহ।কেকেআরের ক্রিকেটার জানিয়েছেন, ফিটনেস এবং ডায়েটের জন্যই তিনি সাফল্য পেয়েছেন। ম্যাচের আগে এবং পরে ফিটনেসের উপরে জোর দেন তিনি। সে কারণে রোগাসোগা চেহারা নিয়েও বল দূরে মারতে পারেন।কেকেআরের প্রকাশিত একটি ভিডিয়োয় তিনি বলেছেন, “আমি নিজের খাবারের উপরে জোর দিই। এখনকার দিনে বেশির ভাগ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটই খেলা হচ্ছে। তাই ফিট থাকা খুব দরকার। ক্রিকেট এত দ্রুত হয়ে গিয়েছে যে সব কিছুর খেয়াল রাখতে হয়। জিম, দৌড় এবং খাবারও। ইদানীং আমি ডায়েট করা শুরু করেছি। ১৫-২০ দিন হয়ে গেল। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সেটা করতেই হয়।”রিঙ্কু জানিয়েছেন, তিনি ফিট হলেও চেহারা বরাবরই রোগা ছিল। তবে পেশাদার ক্রিকেট শুরু করার পর থেকে শরীরের যত্ন নেওয়া শুরু করেন। আগে কোনও নির্দিষ্ট ব্যায়াম করতেন না। এখন সেটাও শুরু করেছেন।রিঙ্কু বলেছেন, “এখন ফিটনেস আমার অন্যতম প্রেম। নিজেকে ফিট রাখতে জিমে যেতে এবং রোজকার খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে ভাল লাগে। শারীরিক কসরত করতে ভালবাসি। অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট খেলার সময় প্রথম জিম করা শুরু করি। তার আগে কোনও ধারণাই ছিল না। শুধু দৌড়তাম। জিম শুরু করার পর বুঝতে পারলাম এটা কতটা দরকারি।”

এই গরমে কিছুটা স্বস্তি দিতে বাজারে এসে গেলো রসালো লিচু।

ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় শুকরের ফার্ম দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ রাজনগরবাসী, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি

আগরতলা, ২৪ মে : কুমারঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনগর গ্রামে এক বিতর্কিত ব্যবসার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দন্ত চিকিৎসক ডাঃ অভিজিৎ ঘোষ, তিনি নিজের শখ পূরণের পাশাপাশি এলাকার বুকে তৈরি করে ফেলেছেন এক বিশাল শুকরের ফার্ম। যেখানে প্রায় ২০০টিরও অধিক শুকর রয়েছে। এরফলে সৃষ্ট দুর্গন্ধে দমবন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছে গোটা এলাকাবাসীর। স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ চৌধুরী জানান, আমার বাড়ি ঠিক ওই ফার্মের সামনে। এমনিতেই এলাকায় প্রচুর লোকের বসবাস। আমার বৃদ্ধ মা-বাবা একটু বিশুদ্ধ হাওয়ায় বাইরে বসতে চান, কিন্তু ওই ফার্ম থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে জানালা-দরজা বন্ধ করেও থাকা যায় না। খাবার খেতে বসলে গন্ধে গলা উল্টে আসে। ফার্মের সুকরের বিকট ডাক তো আছেই, যা পুরো পরিবেশটাই অস্বস্তিকর করে তুলছে। তবে এখানেই শেষ নয়। সূত্রের খবর, প্রভাবশালী শাসকদলীয় নেতাদের ছত্রছায়ায় ডাঃ ঘোষ নিজের বিলাসবহুল বাড়িতে ভারতের জাতীয় পশু ময়ূরসহ (সংখ্যা প্রায় ৮টি) বেশ কিছু বন্যপ্রাণী রেখেছেন, যার জন্য বনদপ্তরের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ উঠছে। বাড়ির ভিতরে বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি থাকারও খবর মিলেছে। অনুপ চৌধুরীর কথায়, আমরা শুনেছি তাঁর বাড়িতে এইসব প্রাণী আছে। বনদপ্তরের নিয়ম কী, সেটা তো তারা ভালো বলতে পারবে। তবে অনুমতি ছাড়া যদি এসব প্রাণী রাখা হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই আইনবিরোধী। সম্প্রতি ওই ফার্মের পাশে বসানো হয়েছে পেভার ব্লক তৈরির মেশিন, যেটি থেকে চরম শব্দ বের হওয়ার আসংখ্যা রয়েছে। এই বিষয়ে অনুপবাবুর বক্তব্য, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এমন শব্দদূষণ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। গন্ধ আর শব্দে আমাদের দিন-রাত অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে এই শুকরের ফার্ম অপসারণ করতে হবে। তাঁরা মনে করছেন, প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়ে নিশ্চুপ রয়েছে। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই এলাকার মানুষ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করতে চলেছেন।

আগামীকাল আগরতলায় "সানডেস অন সাইকেল" ইভেন্ট

আগরতলা, ২৪ মে : স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই)-র উদ্যোগে আগামীকাল আগরতলায় "সানডেস অন সাইকেল" ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের অন্তর্গত ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের অঙ্গ হিসেবে এই ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের মূল গেইট থেকে এই ইভেন্ট শুরু হয়ে গান্ধীগ্রামের অক্সিজেন পার্কে গিয়ে তা শেষ হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবং সাইকেল যাত্রার ফ্ল্যাগঅফ করবেন। স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই)-র আঞ্চলিক কেন্দ্র কলকাতার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সিপিআইএম ত্যাগ করে ২০ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান

আগরতলা, ২৪ মে : টাকারজলায় ২০ জন ভোটার সিপিআইএম ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তাঁদের দলীয় পতাকা দিয়ে দলত্যাগীদের দলে বরণ করে নিলেন মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পাহাড়ের প্রতিনিয়ত শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপির। শনিবার বিকেলে ১২ টাকারজল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আড়াই কোবরা পাড়ায় মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মার বাড়িতে বিজেপি দলের উদ্যোগে এক যোগদান সভায় আয়োজন করা হয়।

এ দিনের যোগদান সভায় ২০জন ভোটার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করেন। বিজেপি দলের দলীয় পতাকা দিয়ে দলত্যাগীদের দলে বরণ করে নিলেন মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সবকা সাথ সাবকা বিকাশ এ মূল মন্ত্রকে পাথেয় করে পাহাড়ে প্রতিনিয়ত বিজেপি দলের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধ্বজনগর এলাকায় চুরি

হরিশনগর চা বাগানে উদ্ধার বাইক

আগরতলা, ২৪ মে : ধ্বজনগর জনৈক বিল্লাল মিয়ার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া বাইকটি শনিবার হরিশনগর এলাকার একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত বুধবার গভীর রাতে বিশালগড় থানাধীন ধ্বজনগর এলাকার বিল্লাল মিয়ার বাড়ি থেকে টিআর০৭এ৯১৩৭ নাম্বারের পালসার বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।সেই বিষয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বিশালগড় থানায় বিলাল মিঞার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি চুরির মামলা দায়ের করা হয়। বিশালগড় থানার সেকেন্ড ওসি কপিল পাল উক্ত মামলাটি হাতে নিয়ে দ্রুত তদন্তে নামেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রত্যেক জায়গায় বাইকটি চুরি হয়ে যাওয়ার বিষয়ে মেসেজ করেন। এদিকে চোরের দল বাইকটিকে পাচার করতে না পেরে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত হরিশ নগর চা বাগান সংলগ্ন একটি গভীর জঙ্গলে বাইকটি ফেলে পালিয়ে যায়। শনিবার দুপুরে গোপন খবরে ভিত্তিতে পুলিশে হরিশনগর চা বাগান সংলগ্ন গভীর জঙ্গল থেকে বিল্লাল মিয়ার সেই চোরের বাক্যে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পাশাপাশি এই দিনে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত, বিশালগড় থানার ওসি সঞ্জিত সেন নৌকাঘাট এলাকায় যেখানে প্রতিনিয়ত বাইক চুরি হচ্ছে সেই জায়গাটি সরজমিনে পরিদর্শন করেন। দুদিন পূর্বেও নৌকা ঘাট এলাকা থেকে এলাকার মধ্য ব্রজপুর এলাকার এক পর্যটক আকাশ দাস তার ভাই লিটন দাসের পালসার বাইক নিয়ে নৌকা ঘাট এলাকায় ঘুরতে আসে সেখান থেকে চুরের দল তাদের পালসার বাইকটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। দ্রুত সে বাইকটি উদ্ধার করতে তদন্তে জেলা পুলিশ।

রেগা কর্মচারীদের ২৫ সদস্যক খোয়াই জেলা কমিটি গঠন

কল্যাণপুর, ২৪ মে: এই সময়ের মধ্যে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে রেগা কর্মচারীদের সংগঠন এটিএমইউবিইউএ এর ব্যানারে সাংগঠনিক সম্মেলন সম্পন্ন হচ্ছে। মূলত নিজেদের পেশাগত কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বেশ কিছু দাবি-দাওয়াকে সংঘটিত রূপে সরকারের গোচরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে এই মুহূর্তে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে সংগঠনের দাবি। একই রকম ভাবে আজ সংগঠনের খোয়াই জেলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে।

এই সম্মেলন মঞ্চে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য রঞ্জিত দেববর্মা সহ অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ প্রমুখ।

খবর নিয়ে জানা গেছে, গোটা জেলা থেকে প্রায় আড়াই শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলন থেকে আট দফা দাবি সনদ উপস্থাপন করা হয়। এই দাবিগুলোর মধ্যে মূলত রেগা কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবি সহ চাকরি কালীন বয়স সীমা ৬৫ বছর পর্যন্ত করা, অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, সম কাজে সম বেতন, যে সমস্ত রেগা কর্মচারীদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।

এদিকে এই সম্মেলন মঞ্চে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় থেকে শুরু করে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেছেন বর্তমান সময়ে সরকার সমস্ত অংশের সরকারি কর্মচারীদের পাশে রয়েছে। আগামীদিনেও পর্যায়ক্রমে সরকার বিভিন্নভাবে রেগা কর্মচারীদের পাশে থাকবে বলে আজকের সম্মেলন মঞ্চে মুখ্য সচেতক থেকে শুরু করে বিধায়ক দাবি করেন। এদিকে সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে অংশুমান মজুমদারকে সভাপতি করে ২৫ জনের খোয়াই জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কৈলাসহরে কৃষি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান

আগরতলা, ২৪ মে : কৈলাসহর মহকুমা কৃষি দপ্তরে শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। কৈলাসহর মহকুমার কৃষি দপ্তরের যেসমস্ত কর্মচারীরা ২০২০সাল থেকে ২০২৫সালের মার্চ মাস অব্দি অবসরে চলে গেছেন সেইসমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। শনিবার গৌরনগর কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ে এই উপলক্ষে বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়, গৌরনগর কৃষি তত্ত্বাবধায়ক পরাগ রায় চৌধুরী, কৃষি দপ্তরের আধিকারিক সন্দিপ পাল, কৃষি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক অলক কান্তি ধর, প্রভাত দাস এবং ডিএল দাস সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কৈলাসহর মহকুমার কৃষি দপ্তরের ত্রিশ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উত্তরীয় পড়িয়ে মানপত্র তোলে দেওয়া হয়েছে। অনুস্টানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিস্তারিত আলোচনা করেন গৌরনগর কৃষি তত্ত্বাবধায়ক পরাগ রায় চৌধুরী।

প্রয়াত নারী নেত্রী গৌরী পালের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৪ মে : খোয়াইয়ে টিজিটিএ হল ঘরে আজ প্রয়াত নারী নেত্রী গৌরী পালের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন উপস্থিত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন প্রথমেই নারী নেত্রীর প্রয়াণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন নেতৃত্বরা। পরবর্তী সময়ে ওনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ৮টি বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা

আগরতলা, ২৪ মে : বিশালগড় ব্লকের মোট ৮টি বিদ্যালয়ে আনন্দধারা শীর্ষক গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ শিবির আজ থেকে শুরু হয়েছে। ১০ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, গ্রীষ্মের ছুটিতে শুধুমাত্র মোবাইল নেট দুনিয়ায় না ঝুঁকে, মানসিকভাবে সর্বাঙ্গীণ সুস্থতার উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত শিবির চলবে আগামী ২ জুন পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালীন শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নৃত্য, সংগীত, যোগা, আবৃত্তি, নাটক, গীতা পাঠ, স্পোকেন ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাপ্ত দিনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে মোট ৬০ জন বিভিন্ন স্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত ঘনিয়ামারা ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, কেকে নগর ভদ্রাবতী স্কুল, কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, নবীনগর স্কুল, চন্দ্রনগর স্কুল, মধ্য লক্ষ্মীবিল উচ্চ বিদ্যালয়, বিশালগড় টাউন গার্লস স্কুল, অফিসটিলা স্কুলে প্রথম দিনে মোট ৩৮০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতশী দাস, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস, বিশালগড় পুর পরিষদের কাউন্সিলার রতন দেব সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

লরির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত এক জনজাতি রমনী

আগরতলা, ২৪ মে: সাত সকালে জাতীয় সড়কের দুর্গা চৌমুহনী নাকা পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় লরির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক জনজাতি রমনী। সাথে সাথে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কুলাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। জানা গিয়েছে, তার মাথায় ও বুকে গুরুতর আঘাত লাগে।

আহত নিবিতা দেববর্মার আত্মীয় জানান, সকালে নিবিতা দেববর্মা দুর্গা চৌমুহনী বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে নিজের রাবার বাগানে কাজের জন্য যাচ্ছিলেন। এমন সময় আগরতলা থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ১২ চাকার খালি লরি নিবিতা দেববর্মাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু নাকা পয়েন্ট ডিউটিরত পুলিশ লড়িটি আটক করে। দমকল কর্মীদের খবর দিলে কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর আহত জনজাতি রমনীকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এলাকার উত্তেজিত জনতা লড়িটি ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আইপিএফটি"র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৪ মে : আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে আইপিএফটি"র রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার রিয়াং, মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট প্রেম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান : ২৯ মে থেকে রাজ্যজুড়ে কৃষি রথযাত্রা শুরু

আগরতলা, ২৪ মে : আগামী ২৯ মে থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হচ্ছে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচি। চলবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে কৃষি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির প্রচার এবং ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এই কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শনিবার এডি নগরে অবস্থিত রাজ্য কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্রে এক প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, এডিসি-র কৃষি দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বৈঠকে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে কৃষি রথযাত্রা শুরু করা হবে। এই রথযাত্রার মাধ্যমে কৃষকদের কাছে কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ ও প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের চাষবাসের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ খোঁজাই এই রথযাত্রার অন্যতম লক্ষ্য।

রাজ্য কৃষি দপ্তরের এই উদ্যোগ বিভিন্ন মরশুমে চাষাবাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কৃষকদের অবগত করার কাজেও সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে টাকারজলায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ২৪ মে : শনিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় আগরতলা গভমেন্ট মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে টাকারজলা সি এস সি সেন্টারে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

যেখানে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়। রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে শনিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে টাকার জলা সিএসসি সেন্টারে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে বেশ কিছু সংখ্যক জাতি উপজাতি অংশের মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। চিকিৎসকরা রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র প্রদান করেন।

হাতের কাছে এ ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পেয়ে এলাকার জনগণ দারুন খুশি।

রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সকল অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন করতেই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা স্টেটস রাইফেলসের দ্বাদশ বাহিনীর উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৪ মে : ত্রিপুরা স্টেটস রাইফেলসের দ্বাদশ বাহিনীর উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ার ইমেনুয়াল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে এক বিশেষ সিভিক একশন কর্মসূচি সহ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডিএসআর বাহিনী শুধুমাত্র জন নিরাপত্তা বিধানের কাজেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেনা।

সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে রক্তদান শিবির স্বাস্থ্য শিবির বস্ত্র দান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ সহ নানা সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছে টিএসআর বাহিনী।

সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়ার ইমেনুয়াল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। গোটা আয়োজনে এলাকার বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষদের অংশগ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বিভিন্ন অংশের সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, ঠিক একই রকম ভাবে গরীব দুস্থদের মধ্যে কাপড়, মশারি বিতরণ করা সহ খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাতা, কলম সহ স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়।

এই কর্মসূচিতে টি এস আর দ্বাদশ বাহিনীর কমান্ডেন্ট অশোক সিনহা, ডেপুটি কমান্ডেন্ট জনার্দন সরকার, এসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট শ্যামল দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিআরসি চেয়ারম্যানকে সিপিআইএম-এর দালাল বলে কটাক্ষ মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ২৪ মে : মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মাকে সিপিআইএম-এর দালাল বলে কটাক্ষ করলেন মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা। শনিবার কৃষ্ণপুর মণ্ডলের উদ্যোগে দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত চিন্তা কুমার মলসুম পাড়ায় অনুষ্ঠিত এক যোগদান সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

এই সভায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অভিযোগ করেন, বিগত ৩৬ বছর ধরে সিপিআইএম পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে এই এলাকার জনজাতি সম্প্রদায় সরকারি বিভিন্ন মৌলিক সুবিধাযেমন বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, শিক্ষার সুবিধাথেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেন, মুঙ্গিয়াকামি বিআরসি-র বর্তমান চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা এখনও সিপিআইএম-এর দালালের মতো আচরণ করে গরীব জনজাতি মানুষদের সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করছেন। মন্ত্রী জানান, বর্তমান কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গৃহীত জনমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে আস্থা রেখে চিন্তাকুমার মলসুম পাড়ার ৩৬ জন ভোটার সিপিআইএম সহ বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। যোগদানকারীদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের দলে স্বাগত জানান মন্ত্রী নিজেই। তিনি জানান, বর্তমান সরকার গরীব মানুষের সরকার, এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য।এই দিনকার যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জনজাতি মোর্চা ও কৃষ্ণপুর মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত নেতৃত্বের মধ্যে ছিল স্পষ্ট বার্তাজনগণের অধিকার রক্ষায় বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং দীর্ঘদিনের অবহেলিত মানুষদের পাশে দল সবসময় রয়েছে।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ রোগীর পরিজনের

আগরতলা, ২৪ মে : সংবাদ শিরোনামে আবারো উঠে আসলো ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের নাম। এবার ডাক্তার নয় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগীর আত্মীয়-স্বজন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শনিবার কৈলাশহর বাবুর বাজারে এলাকায় হঠাৎ একটি যান দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। আর সেই দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে নিয়ে আসা হয় ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত ওই মহিলার অবস্থা বেগতিক দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে যে এম্বুলেন্সটি দেওয়া হয়েছিল সেই এম্বুলেন্সের চালকে নতুন নিয়োগ করা হয়েছে। চালক বাবু নাকি অ্যাম্বুলেন্সে থাকা অক্সিজেন কিভাবে রোগীকে দেবে সেটাও জানেনা, বলে অভিযোগ রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের। এম্বুলেন্সে রোগী উঠানোর পর গাড়িতে থাকা অক্সিজেন রোগীকে দেওয়ার জন্য চালক বাবু দীর্ঘ আধা ঘন্টা থেকে খোঁজাখুঁজি করেও কোন কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

অন্যদিকে, আস্তে আস্তে রোগীর অবস্থাও খারাপ হতে থাকে। এই অবস্থায় রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা দেখে চালক কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চালক বলে যে সে নাকি নতুন কিছুই জানে না। পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্স চালক সেখান থেকে গাড়ি ফেলে রেখে চলে যায়। তারপর রোগীর আত্মীয়- স্বজনরা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট এম্বুলেন্সে করে আগরতলা নিয়ে যায়।

৭০ কেজি গাঁজা সহ আটক এক

আগরতলা, ২৪ মে : মধুপুর থানার পুলিশ অল্টো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৭০ কেজি শুকনো গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে মধুপুর থানার ওসি দেবজিত চ্যাটার্জী মধুপুর থানাধীন বনকুমারি এলাকায় সকাল বেলা উৎ পেতে বসে থাকেন।এমন সময় রাস্তারমাথার দিক থেকে আসা কমলাসাগরের উদ্দেশ্যে একটি উল্টো গাড়ি যার নম্বর টিআর০৩ডি০৪৪৭ নম্বরের আসছিল। পুলিশ সেই গাড়িটিকে আটক করে। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৭০ কেজির অধিক শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। গাড়ি চালক ও গাঁজা পাচারকারী বিষ্ণু দেববর্মাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

আরও জানা যায় বিষ্ণু দেববর্মার বাড়ি বড়বাড়ি এলাকায়। তার বাবার নাম উকি রাম দেববর্মা। পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত গাজা কারবারী বিষ্ণু দেববর্মাকে গাড়ি সহ মধুপুর থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস মামলা দায়ের করে। ওসি দেবজিত চ্যাটার্জী জানান উদ্ধারকৃত গাজার মূল্য চার লক্ষাধিক টাকার অধিক হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas